বার্ষিক প্রতিবেদন

(২০২০-২০২১)

বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন

আদমজী কোর্ট (এনেক্স-১), মতিঝিল, ঢাকা-১০০০

পিএবিএক্স : ০২২২৩৩৮৮১৮২, ০২২২৩৩৮৮১৮৪

ই-মেইল : bjmc.bd@gmail.com

ওয়েব : www.bjmc.gov.bd

পটভূমি :
রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ২৭/১৯৭২ মূলে ৭৮টি রাস্ট্রায়াত্ত জুট মিল পরিচালন কাজ তত্ত্বাবধানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন (বিজেএমসি) প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৭৮-১৯৮১ সনে আরও ৪টি জুট মিল স্থাপনের মাধ্যমে মিল সংখ্যা দাঁড়ায় (৭৮+৪)=৮২।

২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৮২ তারিখে সরকারের বিরাষ্ট্রীয়করণ নীতিমালার গেজেটের আওতায় ৩৫টি মিল সাবেক বাংলাদেশী মালিকদের নিকট শর্তসাপেক্ষে সরকার কর্তৃক হস্তান্তর করা হয়, ৮টি মিলের পুঁজি প্রত্যাহার করা হয় এবং ৭টি মিল সাবেক প্রাইভেটাইজেশন কমিশন (বর্তমানে বিডা)/বস্ত্র ও পাট মন্ত্রনালয় কর্তৃক বিক্রি করা হয়, ফলে মিল সংখ্যা দাঁড়ায় [৮২-(৩৫+৮+৭)] = ৩২টি। এর মধ্যে ২০০২ সালে বন্ধ ঘোষিত ২টি মিল (আদমজী জুট মিলস লিঃ ও এবিসি লিঃ) সরকারি আদেশে বেপজার নিকট হস্তান্তর করা হয়।

বিজেএমসির আওতাধীন মিল সংখ্যা থাকে ৩০টি। তন্মধ্যে ১টি মিল (মনোয়ার) ১৯৯৩ সনে বন্ধ করা হয় এবং পরবর্তীতে বিক্রি করা হয়, কিন্তু মামলাজনিত কারণে হস্তান্তর স্থগিত রয়েছে।

বিগত ২০০০ সনে সরকার কর্তৃক ২টি মিল যথাক্রমে দৌলতপুর জুট মিলস লিঃ ও নিশাত জুট মিলস লিঃ এবং ২০০৭ সনে ৪টি মিল যথাক্রমে পিপলস জুট মিলস লিঃ, কওমী জুট মিলস লিঃ, কর্ণফুলী জুট মিলস লিঃ ও ফোরাত কর্ণফুলী কার্পেট ফ্যাক্টরি বন্ধ ঘোষণা করা হয়। পরবর্তীতে (১) পিপলস জুট মিলস লিঃ খালিশপুর জুট মিলস লিঃ নামে বিগত ০৫/০৩/২০১১ তারিখে (২) কওমী জুট মিলস লিঃ জাতীয় জুট মিল নামে বিগত ০৯/০৪/২০১১ তারিখে (৩) দৌলতপুর জুট মিলস লিঃ একই নামে বিগত ২৪/০১/২০১৩ তারিখে (৪) কর্ণফুলী জুট মিলস লিঃ এবং (৫) ফোরাত কর্ণফুলী কার্পেট ফ্যাক্টরি একই নামে বিগত ২৬/০১/২০১৩ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক শুভ উদ্বোধনের মাধ্যমে পুনরায় চালু করা হয়। নিশাত জুট মিলস লিঃ বিক্রি করা হয় (বিক্রিত ৭টি মিলের মধ্যে নিশাত জুট মিল অন্তর্ভুক্ত রয়েছে)।

সংখ্যাগতভাবে মিল সংখ্যা ৩০টি হলেও ব্যবস্থাপনা অনুযায়ী মিল সংখ্যা হলো ২৬টি, কারণ পি. ও. ২৭/১৯৭২ এর সিডিউল অনুযায়ী ইউনাইটেড জুট মিল, মেঘনা জুট মিল, চাঁদপুর জুট মিল ৩টি আলাদা মিল হলেও একত্রে ইউএমসি জুট মিল নামে এবং আমিন জুট মিল ও আমিন ওল্ড ফিল্ড ২টি আলাদা মিল হলেও একত্রে আমিন জুট মিল নামে এবং কর্ণফুলী জুট মিল ও ফোরাত কর্ণফুলী কার্পেট ফ্যাক্টরি ২টি আলাদা মিল হলেও একত্রে কেএফডি নামে পরিচালিত হচ্ছে।

সাবেক মালিকদের নিকট হস্তান্তরিত মিল সমুহের মধ্যে শর্ত ভঙ্গের কারণে ২০১৪ হতে ২০১৮ সনের মধ্যে সরকার কর্তৃক ৬টি মিল পুনঃগ্রহণ (Take Back) করে বিজেএমসি'র নিকট ন্যস্ত করা হয়। উক্ত পুনঃগ্রহণ আদেশের বিরুদ্ধে ৫টি মিলের বিষয়ে মহামান্য আদালতে স্থিতাবস্থা (status-quo) আদেশ বজায় রয়েছে। ১টি মিলের বিষয়ে পূবালী ব্যাংকের পাওনা পরিশোধের জন্য রীট মামলা বিচারাধীন রয়েছে।

সরকারি আদেশে বিজেএমসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন ২৫টি মিলের শ্রমিকদের চাকুরি গোল্ডেন হ্যান্ডশেক সুবিধার আওতায় অবসানসহ উৎপাদন কার্যক্রম ০১/০৭/২০২০ খ্রিঃ তারিখ থেকে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ ঘোষণা করা হয়। বন্ধ পরবর্তী সরকারি আদেশে ১৭টি মিল ইজারা প্রদানের কার্যক্রম চলমান আছে।

বিজেএমসি'র রূপকল্প এবং অভিলক্ষ্য :
রূপকল্প (Vission) :

অবকাঠামো ও সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে পাটখাতের উন্নয়ন।

অভিলক্ষ্য (Mission) :
- বিজেএমসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন মিলসমূহ বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় চালু করে পাটপণ্যের দেশীয় ও আন্তর্জাতিক চাহিদা পূরণে ভুমিকা রাখা;
- কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা;
- আধুনিকায়ন করা;
- বিনিয়োগ আকর্ষণ করা;
- পাটশিল্পের জন্য দক্ষ জনবল সৃষ্টি করা;
- সম্পদের যথাযথ ব্যবহার ও প্রযুক্তি নির্ভর ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বিজেএমসিকে আত্মনির্ভরশীল প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা।

বিজেএমসি'র কৌশলগত উদ্দেশ্য :

কৌশলগত সাধারণ উদ্দেশ্য :

- মিলসমূহ বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় চালু করে পাটপণ্যের দেশীয় ও আন্তর্জাতিক চাহিদা পূরণ;
- মানব সম্পদের উন্নয়ন;
- মিলসমুহ আধুনিকায়ন;
- বিনিয়োগ আকর্ষণ।

কৌশলগত আবশ্যিক উদ্দেশ্য :

- দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন;
- দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন;
- তথ্য অধিকার ও স্বতঃস্ফূর্ত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন;
- কার্যপদ্ধতি সহজিকরণ ও সেবার মানোন্নয়ন;
- আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন।

বিজেএমসি'র প্রধান কার্যাবলী :

- নিয়ন্ত্রণাধীন পাটকলসমূহ সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা;
- পাটপণ্যের বহুমুখী ব্যবহারে গবেষণা ও উদ্ভাবনী কার্যক্রম পরিচালনা করা;
- আধুনিকায়নের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণাধীন পাটকলসমূহের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা;
- পাটশিল্পের জন্য দক্ষ জনবল সৃষ্টি করা;
- পাটশিল্পে বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণ করা;
- তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার, সম্প্রসারণ ও নিশ্চিতকরণ;
- পাটশিল্পে সরকারি নীতি ও পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা।

পরিচালনা পর্ষদ :

মহামান্য রাষ্ট্রপতির আদেশ নং : ২৭, ১৯৭২ অনুযায়ী বিজেএমসি'র পরিচালনা পর্ষদে সরকারের অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার ১ জন চেয়ারম্যান এবং সরকারের যুগ্মসচিব পদমর্যাদার ৫ জন পরিচালক রয়েছে। বিজেএমসি'তে কর্মরত পরিচালনা পর্ষদের সদস্যগণ সরকার কর্তৃক প্রেষণে নিয়োজিত হয়ে বিজেএমসি'র কর্মকান্ড পরিচালনা করছেন। মিলসমূহের কার্যক্রম তদারকির জন্য প্রতিটি মিল পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য একটি করে এন্টারপ্রাইজ বোর্ড আছে। উক্ত এন্টারপ্রাইজ বোর্ড বিজেএমসি'র পরিচালক মন্ডলির একজন সভাপতি, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, অর্থমন্ত্রণালয়, অর্থায়নকারী ব্যাংক, বিজেএমসি'র অঞ্চলিক সমন্বয়কারী কর্মকর্তা, জেলা প্রশাসনের প্রতিনিধি, বিজেএমসি ও সংশ্লিষ্ট মিলের ১ জন করে সদস্য সমন্বয়ে গঠিত।

আঞ্চলিক দপ্তর :

মিলের কার্যক্রম মনিটরিং করার নিমিত্তে বিজেএমসি'র মিলসমূহকে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা এ তিনটি অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে। অঞ্চল সমূহের দায়িত্বে রয়েছেন একজন করে আঞ্চলিক সমন্বয় কর্মকর্তা। আঞ্চলিক সমন্বয় কর্মকর্তা বিজেএমসি প্রধান কার্যালয় এবং মিলসমূহের সমন্বয়সহ সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের মিলসমূহের তদারকি ও অর্পিত অন্যান্য দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন।

বিজেএমসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন পাটকল ও মিল কারখানার সংখ্যা :

মিলের ধরণ	**মিল সংখ্যা**
পাটকল/জুট মিল	২২টি
নন-জুট মিল	৩টি
বন্ধ মিল (মনোয়ার জুট মিলস লিঃ মামলা জনিত কারণে হস্তান্তর হয়নি)	১টি
পুনঃগ্রহণকৃত মিলের সংখ্যা	৬টি
মোট মিলের সংখ্যা	৩২ টি

পুনঃগ্রহণকৃত মিলসমূহ :

সরকার কর্তৃক ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৮২ সালে গেজেট অনুযায়ী বিজেএমসি'র আওতাধীন ৩৫টি মিলের ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর করা হয়। উল্লিখিত মিলসমূহের মধ্যে শর্ত ভঙ্গের কারণে নিম্নলিখিত ০৬ টি মিল সরকার কর্তৃক পুনঃগ্রহণ (Take back) এবং ব্যবস্থাপনার জন্য বিজেএমসি'র অধীনে ন্যস্ত করা হয় :

১। ঢাকা জুট মিলস্ লিঃ, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা।
২। এ, আর, হাওলাদার জুট মিলস্ লিঃ, মাদারীপুর।
৩। ফৌজি চট কল লিঃ, পলাশ, ঘোড়াশাল, নরসিংদী।
৪। তাজ জুট বেকিং লিঃ, শিমড়াইল, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।
৫। সুলতানা জুট মিলস্ লিঃ, সিতাকুন্ড, চট্রগ্রাম।
৬। কো-অপারেটিভ জুট মিলস্ লিঃ, ঘোড়াশাল, নরসিংদী।

জাতীয় দিবস পালন :

জাতীয় পাট দিবস ২০২১

পাটের সঙ্গে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি বিবেচনায় ২০১৬ সালে প্রতি বছর ৬ মার্চ জাতীয়ভাবে পাট দিবস আয়োজনের ঘোষণা দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এর পরের বছর থেকে প্রতিবছর বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে দিবসটি পালিত হয়ে আসছে। করোনার কারণে এ বছরে কোনো অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়নি।

ঐতিহাসিক ৭ মার্চ জাতীয় দিবস :

ঐতিহাসিক ৭ মার্চ জাতীয় দিবসে জাতির জনকের ভাষণ	ঐতিহাসিক ৭ মার্চ জাতীয় দিবসে জাতির জনকের ভাষণ উপলক্ষে আলোচনা সভা

ঐতিহাসিক ৭ মার্চ জাতীয় দিবসে জাতির জনকের ভাষণ উপলক্ষে ০৮/০৩/২০২১ তারিখে সংস্থার সম্মেলন কক্ষে চেয়ারম্যান মহোদয়ের সভাপতিত্বে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় চেয়ারম্যান মহোদয়, পরিচালকবৃন্দ, সচিব মহোদয় ও কর্মকর্তা, কর্মচারীগণ বঙ্গবন্ধুর ভাষণের স্মৃতিচারণ করেন। জাতির জনকের ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ শুধু বাংলাদেশের মানুষের হৃদয়কে নাড়া দেয়নি, ভাষণটি সারাবিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এ ভাষণের মধ্য দিয়ে সমগ্র জাতিকে মুক্তির মোহনায় দাঁড় করিয়েছিলেন জাতির জনক। তিনি একটি ভাষণের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের সামগ্রিক দিকনির্দেশনা দিয়েছিলেনে। এ ভাষনে ‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম’ মর্মে বক্তব্যের মাধ্যমে তিনি প্রকারান্তরে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে মানুষকে মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে বলেন। ৩০ অক্টোবর ২০১৭ তারিখে ইউনেস্কো মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণকে ‘মেমোরি অব দা ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্টারে’ যুক্ত করে শতাব্দীর অন্যতম গুরূত্বপূর্ণ ভাষণের স্বীকৃতি পায়। যুগে যুগে এ ভাষণ নিপীড়ত, লাঞ্ছিত স্বাধীনতাকামী মানুষের প্রেরণা ও উদ্দীপনার উৎস হিসাবে কাজ করবে।

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আয়োজিত দোয়া মাহফিল :

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে ২৭ আগষ্ট ২০২০ তারিখে বিজেএমসি’র সম্মেলন কক্ষে বিজেএমসি’র চেয়ারম্যান মহোদয়ের সভাপতিত্বে মিলাদ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার শুরুতেই শহীদদের আত্মার প্রতি মাগফেরাত কামনা করে ১মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। বঙ্গাবন্ধুর কর্মময় জীবন নিয়ে অনুষ্ঠানে আলোচনা করা হয়। বিজেএমসি’র পরিচালকবৃন্দ, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বক্তব্যে বঙ্গাবন্ধবু দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ বিষয়গুলি উঠে আসে। পরিশেষে তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয় নিয়ে আলোচনা শেষ করেন।

জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে মিলাদ ও দোয়া মাহলি

স্বাধীনতার মহান নেতার জন্মশত বার্ষিকীতে বিনম্র শ্রদ্ধাজ্ঞাপন :

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবসে বিজেএমসি’র চেয়ারম্যান মহোদয়ের নেতৃত্বে ৩২ নং ধানমন্ডিস্থ বঙ্গাবন্ধু প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হয়। দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে ১৮/০৩/২০২১ তারিখে সংস্থার সম্মেলন কক্ষে দোয়া ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

বিজেএমসি’র চেয়ারম্যান মহোদয়ের নেতৃত্বে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি

জন্মশতবার্ষিক ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে দোয়া ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

মহান বিজয় দিবস ২০২০ উদযাপন :

মহান বিজয় দিবস ২০২০ উদযাপন উপলক্ষে বিজেএমসি’র কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পক্ষ হতে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ও জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হয়।

বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ

জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ

শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন :

২১ শে ফেব্রুয়ারি প্রভাত ফেরিতে বিজেএমসি’র মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন ও সাঃ সেবা) এর নেতৃত্বে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পক্ষ হতে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে ভাষা শহিদদের আত্মার প্রতি পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হয়।

২১ শে ফেব্রুয়ারি প্রভাত ফেরিতে বিজেএমসি’র কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পক্ষ হতে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে পুর্ষ্পাঘ্য অর্পণ

মুজিববর্ষ এবং মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম :

(১) মুজিববর্ষ এবং মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে বিজেএমসি প্রধান কার্যালয়, আঞ্চলিক কার্যালয় ও আওতাধীন মিলসমুহে সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যানার, ফেস্টুন, প্ল্যাকার্ড ইত্যাদির মাধ্যমে সজ্জিতকরণ ও আলোকসজ্জার ব্যবস্থা করা হয়।

(২) বিজেএমসি প্রধান কার্যালয়, আঞ্চলিক কার্যালয় ও আওতাধীন মিলসমূহে জাতীয় পতাকা উত্তোলন।

(৩) বিজেএমসি প্রধান কার্যালয়ের প্রধান ফটকে মুজিববর্ষের কাউন্টডাউনসহ বঙ্গবন্ধুর জীবন ও দর্শনের উপর প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শনের লক্ষ্যে ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন করা হয়।

(৪) ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। মুজিববর্ষ উপলক্ষে মুজিববর্ষের ও বিজেএমসি'র লোগো সংবলিত কোর্টপিন বিতরণ করা হয়।

(৫) মিলের আওতাধীন বিদ্যালয়সমূহের শিশুতোষ শেখ মুজিব প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপর আলোচনা ও চিত্রাংকন প্রতিযোগীতার আয়োজন করা হয়।

(৬) 'পরিচ্ছন্ন গ্রাম-পরিচ্ছন্ন শহর' কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যেগ গ্রহণ করা হয়। প্রধান কার্যালয়, আঞ্চলিক কার্যালয় এবং প্রকল্পসমূহের রাস্তাঘাট এবং অফিস আদালতসহ সার্বিক পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়: প্রতিটি মিলে সকল শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের জন্য বিশুদ্ধ খাবার পানির ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়; বনজ ও ফলজ বৃক্ষ রোপন করা হয়, মিলের অভ্যন্তরে অবস্থিত পুকুর ও জলাশয় নিয়মিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

(৭) প্রধান কার্যালয় ও মিলসমূহে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বর্ণিল জীবন উদযাপন উপলক্ষে মিলাদ ও দোয়া মাহফিল আয়োজন করা হয়।

মুজিববর্ষ উপলক্ষে মিলাদ ও দোয়া মাহফিল

বিজেএমসি'র কার্যাদি

জনসংযোগ বিভাগ :

ক্রেতাসহ সমাজের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে সর্ম্পক উন্নত করার প্রক্রিয়া হিসেবে বিজেএমসি'র জনসংযোগ বিভাগ প্রচার মাধ্যমের সঙ্গে ঘনিষ্ট যোগাযোগ রক্ষা করে আসছে।

কার্যাবলী:

প্রধান কার্যালয় এবং এর নিয়ন্ত্রনাধীন মিলসমূহের বিভিন্ন ধরনের টেন্ডার, নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, আইনগত নোটিশ, ক্রোড়পত্র, প্রেস রিলিজ এবং রিজয়েন্ডার নিয়মিতভাবে প্রকাশের ব্যবস্থা জনসংযোগ বিভাগ করে থাকে। এছাড়া -

- বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় প্রশ্নোত্তর কমিটি ও সংসদীয় স্থায়ী কমিটির কার্যাবলী সম্পাদন;
- দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশনা সংক্রান্ত;
- মুদ্রণ সংক্রান্ত কাজ;
- বিজেএমসি'র ওয়েবসাইট-এ বিভিন্ন তথ্যাদি আপলোড সংক্রান্ত এবং

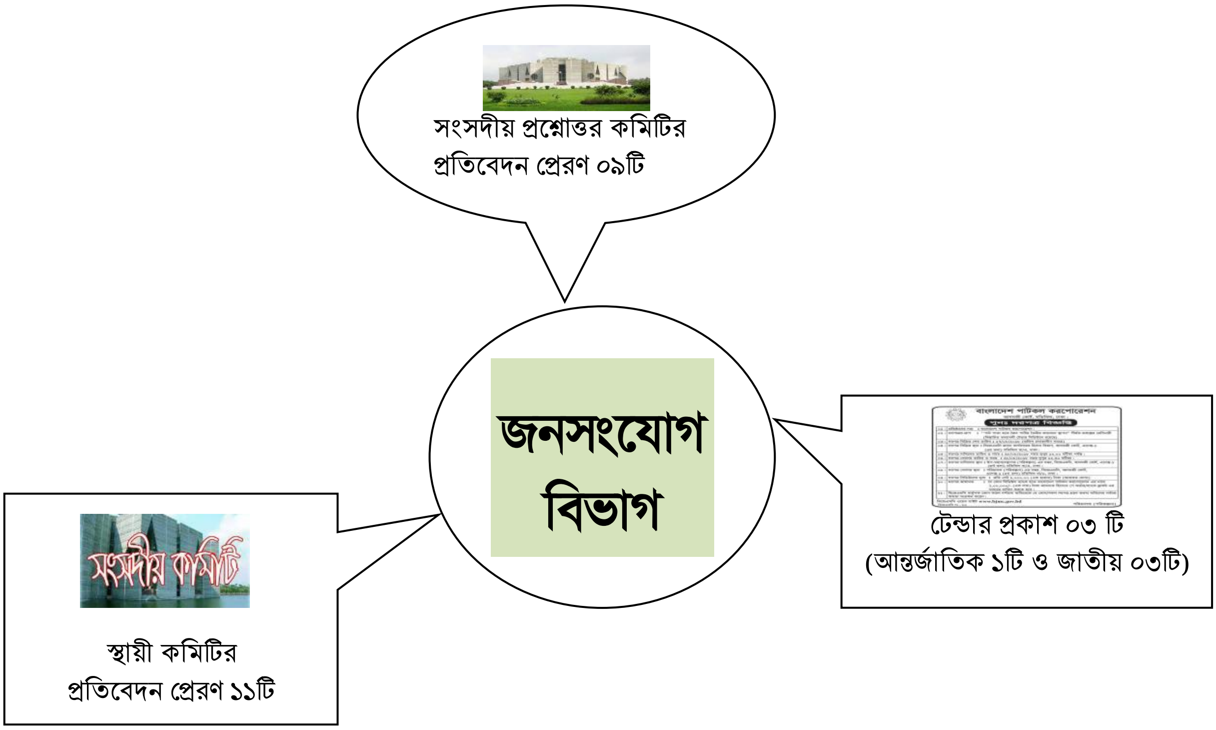

প্রশাসন ও সাধারণ সেবা :

জনবল কাঠামো :

বিজেএমসি প্রধান কার্যালয়ের ১৯৮৪ সালের এনাম কমিটির সেট-আপ ও নিয়ন্ত্রণাধীন মিলসমূহের ২০১৩ সালের সেট-আপের ভিত্তিতে বর্তমান জনবলের পরিসংখ্যান :

ক্যাটাগরি	পদ	সেট-আপ	কর্মরত	শূন্য পদ
কর্মকর্তা ও কর্মচারী	**কর্মকর্তা**	২,৬৬৪	১,০০৮	১,৬৫৬
	শিক্ষক	৩৪০	১২২	২১৮
	কর্মচারী	৫,২৮৭	১,৭১০	৩,৫৭৭
	উপ-মোট	৮,২৯১	২,৮৪০	৫,৪৫১
শ্রমিক	সরকারি আদেশে বিজেএমসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন ২৫টি মিলের শ্রমিকদের চাকুরি গোল্ডেন হ্যান্ডশেক সুবিধার আওতায় অবসানসহ উৎপাদন কার্যক্রম ০১/০৭/২০২০ খ্রিঃ তারিখ থেকে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ ঘোষণা করা হয়।			

অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি :
বিজেএমসিতে সব সময় যে কোন যৌক্তিক অভিযোগ গ্রহণ করে তা নিষ্পত্তি করার কার্যক্রম আন্তরিকতা ও অত্যন্ত পেশাদারিত্বের সাথে সমাধান করা হয়ে থাকে। প্রশাসন বিভাগ থেকে প্রাপ্ত যথাযথ অভিযোগ বিবরণীর উপর ভিত্তি করে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়। মামলা নিষ্পত্তি ক্ষেত্রে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগসহ নিজ আইন উপদেষ্টার মতামত গ্রহণ করা হয়।

বিভাগীয় মামলা :

প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে (২০২০-২১) পুঞ্জীভূত মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা				অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা
	চাকুরিচ্যুত/ বরখাস্ত	অব্যাহতি	অন্যান্য দন্ড	মোট	
৭৯	০২	১০	১৮	৩০	৪৯

অন্যান্য মামলা (২০২০-২১) :

মামলার ধরণ	বিজেএমসি’র প্রধান কার্যালয় ও মিলসমূহ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	বিজেএমসি’র প্রধান কার্যালয় ও মিলসমূহের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা		দায়েরকৃত মোট মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মোট মামলার সংখ্যা	বর্তমানে চলমান মামলার সংখ্যা
		রিট	অন্যান্য			
প্রশাসনিক	৫৪	৭	২৪	৮৫	১৭১	৮৫২
জমি-জমা সংক্রান্ত	৮	-	৬	১৪	১০	১৩৪

চিকিৎসা :

০১. বিজেএমসি প্রধান কার্যালয়, আঞ্চলিক কার্যালয় ও মিল সমূহের স্বস্থ্য কেন্দ্রে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা দেয়া হয়ে থাকে । ২০২০-২০২১ সাল মোট ৭,৭৯৪ (সাত হাজার সাত শত চুরানব্বই) জন কর্মকর্তা, কর্মচারীদেরকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা দেয়া হয় ।

০২. মিল সমূহের শ্রমিক, কর্মচারী, কর্মকর্তাদের সন্তানদের সরকারী ঘোষনা অনুযায়ী টিকাদান কর্মসূচীতে অংশগ্রহন করানো হয়ে থাকে ।

০৩ প্রধান কার্যালয় ও আঞ্চলিক মিল সমূহে ১,৩৪৭ জনকে কৃমিনাষক ওষুধ সেবন করানো হয় ।

০৪. প্রধান কার্যালয়ও মিল সমূহে কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের মধ্যে ৯,৯৬ (নয় শত ছিয়ানব্বই) জনের রক্তের শর্করা ও প্রায় ৪,৫০২ জনের রক্তচাপ পরীক্ষা করা হয়েছে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী চিকিৎসা পরামর্শ দেয়া হয়েছে ।

০৫. বৈশ্বিক মহামারী কোভিড-১৯ রোগ ঝুঁকির কারনে ২০২০-২০২১ সালে লিপিড প্রোফাইল ও ইসিজি পরীক্ষা স্থগিত রাখা হয় ।

০৬. মিল সমূহে ৪৩১ (চার শত একত্রিশ) জন কর্মচারী ও কর্মকর্তদের রক্তের গ্রুপ নির্ণয় করা হয় ও ০১ জনের হেপাটাইটিস-বি ভাইরাস শনাক্ত করা হয় ।

০৭. মিল প্রাঙ্গাণ পরিস্কার রাখার বিষয় নিয়মিত পরিদর্শন করা হয় ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হয় ।

০৮ বৈশ্বিক মহামারী কোভিড-১৯ রোগের প্রার্দুভাব ঘটায় বিজেএমসি প্রধান কার্যালয় ও মিল সমূহের সকল স্তরের কর্মর্কতা কর্মচারী কোভিড-১৯ রোগ বিস্তার প্রতিরোধ কল্পে স্বাস্থ্য বিধি পালন করার বিষয় গুরুত্ব দেয়া হয় ও প্রয়োজনীয় কার্যকরী ব্যবস্থা নেয়া হয় । যেমন অফিসে কর্মরত অবস্থায় সঠিক নিয়মে মাস্ক পরা, প্রতিবার ২০ সে: ধরে বার বার হাত ধোয়া , হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করা, হাঁচি কাশির সময় শিষ্টাচার বজায় রাখা,কর্মরত অবস্থায় অফিস কক্ষে প্রয়োজনীয় শারিরীক দূরত্ব বজায় রাখা । মেডিকেল বিভাগে কর্মরত চিকিৎসক ও চিকিৎসা কর্মীদের পিপিই ব্যবহার করে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা। প্রধান কার্যালয় ও মিল সমূহে প্রবেশ পথে আগতদের সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার ব্যবস্থা করা হয় ও ইনফ্রারেড থার্মোমিটার দিয়ে স্পর্শহীন ভাবে দেহের তাপমাত্রা মাপার ব্যবস্থা নেয়া হয়। অফিসের মেঝে ও কর্মকর্তা, কর্মচারীদের পরিবহনের জন্য ব্যবহৃত যানবাহন জীবানু নাশক তরল দিয়ে পরিস্কার রাখার ব্যবস্থা নেয়া। বিজেএমসি প্রধান কার্যালয় ও মিল সমূহের চিকিৎসক দ্বারা কোভিড-১৯ রোগে আক্রান্ত রোগীদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা হয় এবং চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রয়েজনীয পরার্মশ দেয়া হয়।

প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা

পাটক্রয় ও উৎপাদন :

পাটক্রয় :

সরকারি সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে বিজেএমসি'র নিয়ন্ত্রনাধীন ২৫টি পাটকলের শ্রমিকদের চাকুরি গোল্ডেন হ্যান্ডশেক সুবিধার আওতায় অবসানসহ মিলের উৎপাদন কার্যক্রম ০১/০৭/২০২০ খ্রিঃ তারিখ থেকে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ ঘোষণা করা হয় বিধায় ২০২০-২১ অর্থবছরে কাঁচা পাটক্রয় কার্যক্রম পরিচালিত হয়নি। তবে এ সময়ে মিলগুলোর গুদামে মজুত পাট বিক্রয়ের কার্যক্রম গ্রহণ ও সম্পন্ন করা হয়।

উৎপাদন :

সরকারি সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে বিজেএমসি'র নিয়ন্ত্রনাধীন ২৫টি পাটকলের শ্রমিকদের চাকুরি গোল্ডেন হ্যান্ডশেক সুবিধার আওতায় অবসানসহ মিলের উৎপাদন কার্যক্রম ০১/০৭/২০২০ খ্রিঃ তারিখ থেকে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ ঘোষণা করা হয় বিধায় ২০২০-২১ অর্থবছরে মিলসমূহে উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালিত হয়নি। তবে এ সময়ে ২২টি জুট মিল ও ৩টি নন-জুট মিলের প্রসেস মালামাল বিক্রয়ের কার্যক্রম গ্রহণ ও সম্পন্ন করা হয়।

বিপণন :

বিপণন ও বিক্রয় বিভাগের কার্যাবলী মূলত অভ্যন্তরীন বিক্রয় ও বৈদেশিক বিক্রয় এ দু'টি উপ-বিভাগের মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়ে থাকে। বৈদেশিক উপ-বিভাগের কার্যাবলী পণ্যভিত্তিক যথা- হেসিয়ান, স্যাকিং, সিবিসি ইত্যাদি শাখার মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়ে থাকে। ২০২০-২১ অর্থবছরে বিজেএমসি'র বিক্রয় লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৪৫,০০০ মে.টন। এ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৪৫,৮২৫.৯৩ মে.টন পাটজাত পণ্য বিক্রয় করা হয়েছে, যার মূল্য ৩৭৩.৫৭ কোটি টাকা। অর্থাৎ বিক্রয় লক্ষ্যমাত্রার ১০১.৮৪% অর্জিত হয়েছে। উৎপাদন কার্যক্রম বন্ধ হলেও লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে বিপণন বিভাগ দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারসহ বহি:বিশ্বে পাটপণ্যের বাজার সম্প্রসারণ ও সংরক্ষণে সময় উপযোগি কৌশল গ্রহণ করে।

২০২০-২১ সালের প্রতিবন্ধকতাসমূহ:

২০২০-২১ অর্থবছরে বিপণন বিভাগ স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার সন্মুখীন হয়েছে-

- ভারত বাংলাদেশের পাটপণ্যের একটি বড় বাজার। ভারত কর্তৃক এন্টি-ডাম্পিং ডিউটি আরোপ করায় বিজেএমসি'র অধীন মিলগুলোর উৎপাদিত পণ্যের ভারতে রপ্তানি মারাত্মকভাবে হ্রাস পায়।
- সরকার কর্তৃক উৎপাদন কার্যক্রম বন্ধ হবার ফলে পাট পণ্যের গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক বাজার- সুদান, সিরিয়া, ইরান ইত্যাদি দেশসমূহের চাহিদা পূরণকরা সম্ভব হয়ে উঠেনি। ফলে ২০১৯-২০ অর্থবছরের স্থানীয় ও আর্ন্তজাতিক বেশকিছু রপ্তানি চুক্তি বাতিল করতে হয়।
- সরকার কর্তৃক উৎপাদন কার্যক্রম বন্ধ হবার ফলে স্থানীয় বাজারের চহিদাও পূরণ করা সম্ভব হয়নি। বিশেষকরে খাদ্য অধিদপ্তরের সাথে সম্পাদিত চুক্তির আওতায় সম্পূর্ণ পণ্য সরবরাহ করা সম্ভব হয়ে উঠেনি।
- এছাড়া বৈদেশিক বাজারে পাটপণ্যের (বিশেষত: সিবিসি) বিকল্প রেপিয়ার লুম এবং সোলজার লুমের পণ্যের ব্যবহার ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে বেসরকারী পর্যায়ে উৎপাদিত উন্নত মানের হেসিয়ান কাপড় সিবিসি পণ্যের বিকল্প হিসাবে ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে।

২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জনের তুলনামূলক চিত্র নিম্নরূপ:

পাটজাত পন্য বিক্রয় কার্যক্রম	২০১৯-২০			২০২০-২১		
	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	অর্জনের হার (%)	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	অর্জনের হার (%)
স্থানীয় বিক্রয় (মে. টন)	৩২০০০	৫০,৩৬৬.১১	১৫৭.৩৯%	৫০০০	৫,০৪০.৭১	১০০.৮১%
রপ্তানি (মে. টন)	৭৫০০০	৩৫,১৭১.৯২	৪৬.৯০%	৪০০০০	৪০,৭৮৫.২২	১০১.৯৬%
মোট বিক্রয় (মে. টন)	**১০৭০০০**	**৮৫,৫৩৮.০৩**	**৭৯.৯৪%**	**৪৫০০০**	**৪৫,৮২৫.৯৩**	**১০১.৮৪%**

সূত্র: বিপণন (এম.আর.পি.)

<u>২০১৯-২০ এবং ২০২০-২১ সালের স্থানীয় বিক্রয় ও রপ্তানি (মেঃ টন)</u>

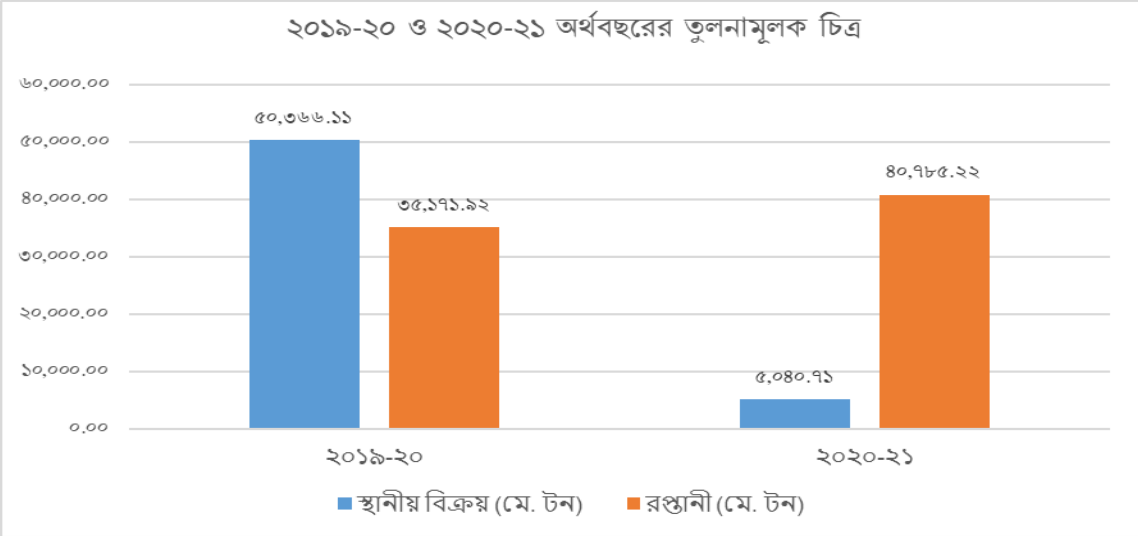

এক নজরে গত ১০ বৎসরের স্থানীয় ও বৈদেশিক বিক্রয়ের তথ্যাবলী:

কোটি টাকায়

ক্র:নং	অর্থবছর	মিলের সংখ্যা	রপ্তানি আয়	স্থানীয় বিক্রয় আয়	মোট আয়
১	২০১১-১২	২৭	১০৬০.৭০	২১৪.৪৯	১,২৭৫.১৯
২	২০১২-১৩	২৫	১৩৮০.৪৫	৩১৬.১৮	১,৬৯৬.৬৩
৩	২০১৩-১৪	২৫	৬২৯.৪২	৪২৪.৯২	১,০৫৪.৩৪
৪	২০১৪-১৫	২৩	৮১০.৬১	৩৪০.১৯	১,১৫০.৮০
৫	২০১৫-১৬	২৩	৭০২.৪৬	৪৯৬.০০	১,১৯৮.৪৬
৬	২০১৬-১৭	২৩	৭৮৫.৫৮	৪০৫.১২	১,১৪১.১৬
৭	২০১৭-১৮	২২	৮৩৫.৮৬	৩২৮.৬৯	১,১৬৪.৫৫
৮	২০১৮-১৯	২২	২৫৬.৮৫	৩৩৬.১২	৫৯২.৯৭
৯	২০১৯-২০	২২	৩০৩.৫১	৫৪৭.৪৬	৮৫০.৯৭
১০	২০২০-২১	২২	৩১০.৮৯	৬২.৬৮	৩৭৩.৫৭

সূত্র: বিপণন (এম.আর.পি.)

১০ বৎসরের স্থানীয় ও বৈদেশিক বিক্রয়ের চিত্র

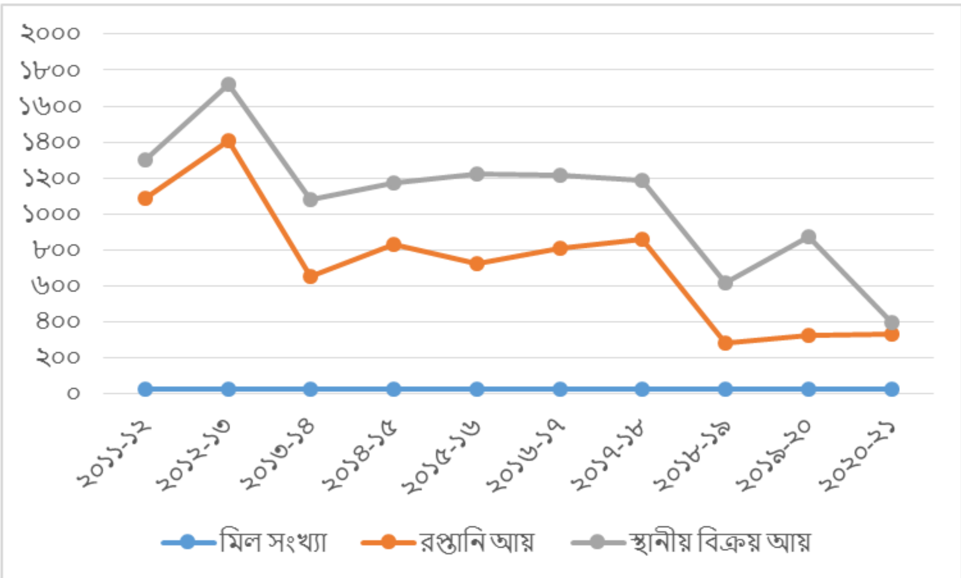

রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ :
যান্ত্রিক রক্ষণাবেক্ষণ :

- প্রধান কার্যালয় হতে প্রদত্ত কর্মসূচি বাস্তবায়নের অগ্রগতি সরেজমিনে পর্যবেক্ষণের জন্য মিলওয়ারি পরিদর্শন, মিলওয়ারি প্রতিবেদন প্রেরণ এবং মেশিনারিজের বর্তমান অবস্থা সংক্রান্ত প্রাপ্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা ।
- মিলের যন্ত্রাংশ সংগ্রহ পরিস্থিতি (স্থানীয় ও আমদানিকৃত) পর্যালোচনা, পর্যবেক্ষণ ও মতামত প্রদান। অপ্রচলিত, পুরাতন এবং ব্যবহারের অনুপযোগী যন্ত্রপাতি বিক্রয়ে সহায়তা করা।
- ব্যয়বহুল যন্ত্রাংশ ক্রয়ের ব্যাপারে কারিগরি মতামত প্রদান করা।
- মিলগলোতে গ্যাস নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তিতাস গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোং, বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোং ও কর্ণফুলি গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোং, পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোং সহ সকল গ্যাস সরবরাহকারী কর্তৃপক্ষের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করা।

বৈদ্যুতিক রক্ষণাবেক্ষণ :

- বিধি মোতাবেক মিলসমূহের বিদ্যুৎ সরবরাহ, রক্ষণাবেক্ষণ ও বৈদ্যুতিক কার্যক্রমসমূহের তদারকি এবং এ সম্পর্কিত যাবতীয় খরচ নিয়ন্ত্রণের দিক নির্দেশনা, বাস্তবায়ন ও উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের পর্যালোচনা সভায় বিদ্যুৎ সম্পর্কিত তথ্য সরবরাহ করা।
- বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ ও যথারীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে মিল পরিদর্শন, প্রতিবেদন পেশ এবং বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা।
- মিলসমূহে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পিডিবি, ডিপিডিসি, ওজোপাডিকো, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, ডেসকো সহ সকল বিদ্যুৎ সরবরাহ কর্তৃপক্ষের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে।
- মিলের সুইচগিয়ার, ট্র্যান্সফরমার ইত্যাদিতে কোনরূপ গোলযোগ দেখা দিলে সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক তা মেরামতের বিষয়ে মিলকে প্রয়োজনীয় উপদেশ/নির্দেশনা প্রদান করা।
- ব্যয়বহুল যন্ত্রাংশ ক্রয়ের ব্যাপারে কারিগরি মতামত প্রদান করা। মিলওয়ারি মাসিক বিদ্যুৎ বিল ও বকেয়া বিদ্যুৎ বিলের পরিমাণ পর্যালোচনা করা।
- বিদ্যুৎ উপকেন্দ্রের সরঞ্জামাদি এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতির জটিল ধরনের ত্রুটি দূরীকরণার্থে মিলের প্রকৌশলীদের পরামর্শ প্রদান করা।

পুরকৌশল শাখা :
কর্মপরিধি : বিজেএমসি ও এর অধীন মিলগুলোর নতুন অবকাঠামো/প্রয়োজনীয় সংস্কার ও মেরামত কাজ/ভবন নির্মাণের নকশা, ডিজাইন পরীক্ষাকরণ ও অধিকতর স্বল্পব্যয়ে উপযোগী অবকাঠামো/ভবন নির্মাণে মিলসমূহকে কারিগরি সহায়তা, অনুমোদন ও তদারকির মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়।

আরএফকিউ এর মাধ্যমে সম্পন্নকৃত কাজ :

- বিজেএমসি'র প্রধান কার্যালয়ের ২য় তলায় অবস্থিত মহাব্যবস্থাপক (পাট) এর অফিস কক্ষটি সংস্কার ও মেরামত কাজ।
- বিজেএমসি'র প্রধান কার্যালয়ের ৩য় তলায় অবস্থিত মহাব্যবস্থাপক (হিসাব ও অর্থ) এর অফিস কক্ষটি সংস্কার ও মেরামত কাজ।
- বিজেএমসি'র প্রধান কার্যালয়ের ৫ম তলায় অবস্থিত পরিচালক(উৎপাদন ও পাট) এর অফিস কক্ষটি সংস্কার ও মেরামত কাজ।

পিপিপি প্রকল্প :
পিপিপি প্রকল্প (নো-ভিউ গেষ্ট হাউজ শীর্ষক পিপিপি প্রকল্প), চট্টগ্রাম।

বাস্তবায়নাধীন পূর্তকাজ :

- বিজেএমসি প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও ফ্যাশন ডিজাইন কেন্দ্র নির্মাণ কাজ গত ২০/০৯/২০২০ তারিখে সম্পন্ন।
- ৩৭নং দিলকুশাস্থ সানমুন স্টার টাওয়ারের ৮ম-৯ম তলা এবং ৫ম তলায় কার পার্কিং জায়গায় বাহিরে কার্টেন ওয়াল ও ভিতরে প্রয়োজনীয় ডেকোরেশন কাজ সম্পন্ন।
- বনানী হাউজিং কমপ্লেক্স "সি" টাইপ প্লটে বর্তমানে ২টি ইউনিট বিশিষ্ট ৪তলা ভবন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন।
- নারায়ণগঞ্জস্থ সদর থানায় শীতলক্ষ্যা মৌজায় হাফিজ জুট মিলের নষ্ট ও ক্ষতিগ্রস্ত ১নং ও ২নং গোডাউন মেরামত কাজ চলমান।

পরিকল্পনা বিভাগ :

- ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা অঞ্চলের মিলের বিভিন্ন প্রকার স্ক্র্যাপ মালামাল বিক্রির টেন্ডারসহ অন্যান্য কার্যক্রমের নিয়মনীতি অনুসরণ করা হয়েছে কিনা তা যাচাই-বাছাই ও পর্যবেক্ষণের পর কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করে অনুমোদন প্রাপ্তির পর মিলকে অবহিত করা হয়েছে।
- মিলসমূহে পিপিএ/২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ (হালনাগাদ সংশোধনী) অনুসরণপূর্বক ক্রয়কার্য গ্রহণের বিষয়টি মনিটরিং করা হয়েছে; নির্দেশনা দেয়া হচ্ছে।
- বিজেএমসি'র প্রধান কার্যালয়ের বিভিন্ন প্রকার মালামাল ক্রয়ের জন্য পিপিএ/২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ অনুসরণ করে ক্রয়কার্যক্রম সম্পন্ন করা হচ্ছে।

ভান্ডার ক্রয় :

- বিজেএমসি'র প্রধান কার্যালয়ে এবং এর নিয়ন্ত্রণাধীন মিলসমূহে ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের জন্য Annual Procurement Plan (APP) প্রণয়ন করা হয়েছে এবং সে অনুযায়ী বিভিন্ন মালামাল এর ক্রয়কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে (৩০/০৯/২০২০ তারিখ হতে ৩টি প্রকল্প বন্ধ আছে বিধায় ক্রয়পরিকল্পনায় অন্তর্ভূত করা হয়নি)।

গবেষণা ও মাননিয়ন্ত্রণ বিভাগ :

ক) পাটপণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ/আদর্শ মান তৈরী সম্পর্কিত কার্যক্রম :

বিজেএমসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন মিলসমূহের উৎপাদন কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর হতে মিলসমূহে মজুদ অরপ্তানিযোগ্য অডলট পণ্য স্থানীয় বাজারে টেন্ডারের মাধ্যমে বিক্রয়ের নিমিত্ত পণ্যসমূহের সঠিক মান যাচাই ও পরিমাণ নির্ধারণের জন্য মাননিয়ন্ত্রণ শাখা হতে সার্ভে কমিটি গঠন করা হয়। এ পর্যন্ত ৮(আট) টি মিলের অডলট পণ্য সার্ভে কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। তাছাড়া, বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই) এর পাট ও বস্ত্র বিভাগীয় মান কমিটির সদস্য হিসেবে মাননিয়ন্ত্রণ বিভাগীয় প্রধান কর্তৃক সর্বমোট ৮টি সভায় অংশগ্রহণ, মাননিয়ন্ত্রণ বিভাগ কর্তৃক পণ্যের মান সম্পর্কিত নানা তথ্য/উপাত্ত সরবরাহসহ কারিগরী পরামর্শ প্রদান করে বিভিন্ন বস্ত্র ও পাটজাত পণ্যের জাতীয় মানপ্রণয়নে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করা হয়। এছাড়া, খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন খাদ্য বিভাগের খাদ্যশস্য মোড়কীকরণে ব্যবহৃত পাটের ব্যাগগুলোর আদর্শ মান নির্ধারণেও খাদ্য মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত ২টি সভায় যোগদানসহ বিভিন্ন তথ্য/উপাত্ত সরবরাহ ও কারিগরী পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে মাননিয়ন্ত্রণ বিভাগ কর্তৃক সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

খ) পাটপণ্যের প্রি-শিপমেন্ট সার্ভে কার্যক্রম :

তাছাড়া মাননিয়ন্ত্রণ বিভাগ পণ্যের প্রি-শিপমেন্ট সার্ভের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সুনাম ও ক্রেতার আস্থা অর্জন করেছে। ফলশ্রুতিতে মিলসমূহে মজুত পাটজাত পণ্য বিক্রয় পরবর্তী শিপমেন্ট/ডেলিভারির পূর্বে মাননিয়ন্ত্রণ বিভাগ কর্তৃক বিদেশী ক্রেতার চাহিদা মোতাবেক প্রায় ১,১৯,৯১৭ (এক লক্ষ উনিশ হাজার নয়শত সতের) বেল, তন্মধ্যে সুদানী ক্রেতার প্রায় ১,০০,০৩৫ (এক লক্ষ পঁয়ত্রিশ) বেল ও সিরিয়ান ক্রেতার প্রায় ১৯,৮৮২ (উনিশ হাজার আটশত বিরাশি) বেল পাটপণ্য প্রি-শিপমেন্ট সার্ভে এবং দেশীয় ক্রেতার (খাদ্য বিভাগ) চাহিদা মোতাবেক প্রায় ৫,৮৬৪ (পাঁচ হাজার আটশত চৌষট্টি) বেল পাটপণ্য প্রি-ডেলিভারি সার্ভে করে কোয়ালিটি সার্টিফিকেট ইস্যু করা হয়। এতে বিজেএমসি'র প্রায় ১২,৫৭,৮১০/= (বার লক্ষ সাতান্ন হাজার আটশত দশ) টাকা আর্থিক সাশ্রয় হয়েছে।

প্রি-শিপমেন্ট সার্ভে কার্যক্রম

গ) গবেষণা শাখা :

ডাইভারসিফাইড পাটপণ্য বিক্রয় কার্যক্রম :
গবেষণা শাখার তত্ত্বাবধানে ২০২০-২১ অর্থবছরে বিভিন্ন সরকারি দপ্তর ও প্রতিষ্ঠানের চাহিদা মোতাবেক তাদের লোগো/ডিজাইন অনুযায়ী সর্বমোট ১৯,৬৫,২০০/= (উনিশ লক্ষ পয়ষট্টি হাজার দুইশত) টাকার ডাইভারসিফাইড পাটের ব্যাগ ও ফোল্ডার তৈরীপূর্বক সরবরাহ করা হয়।

<u>ডাইভারসিফাইড পাটপণ্য</u>

প্রশিক্ষণ :
বিজেএমসি'র প্রশিক্ষণ বিভাগের উদ্যোগে ২০২০-২১ অর্থবছরে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে ১১৫২ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। যেখানে ৯৪৫ জন পুরুষ ও ২০৭ জন মহিলা প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

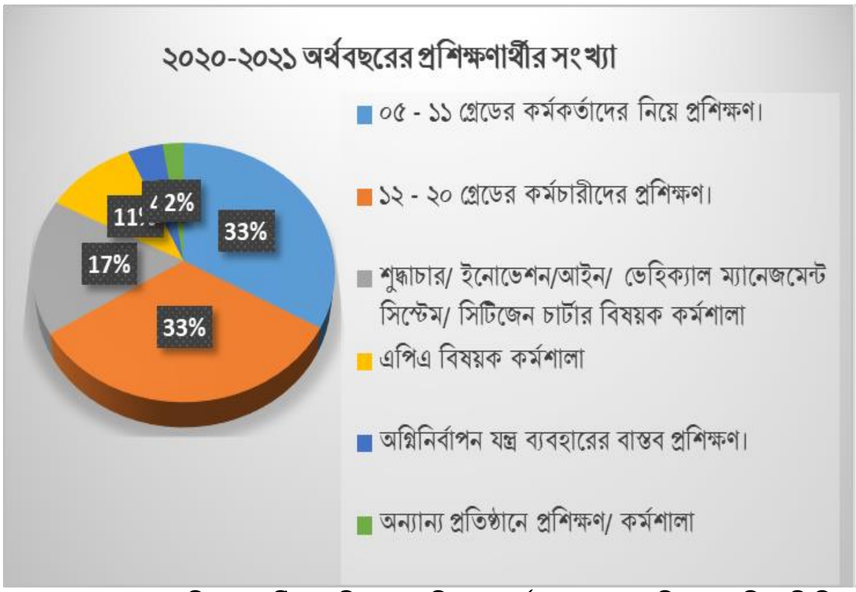

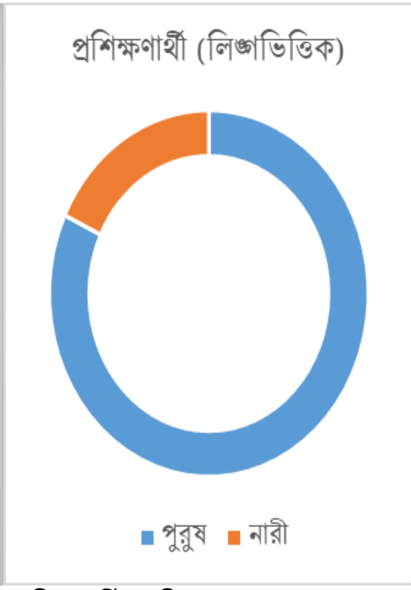

চিত্র: অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ/ প্রশিক্ষণ কর্মশালাসমূহের বিষয় ও লিঙ্গাভিত্তিক প্রশিক্ষণার্থীর পরিসংখ্যান

কর্মকতাদের প্রশিক্ষণ কর্মশালা :

৫-১১ গ্রেডের কর্মকতাদের প্রশিক্ষণ কর্মশালা

কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ কর্মশালা :

১২-২০ গ্রেডের কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ কর্মশালা

এপিএ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা :

এপিএ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

ইনোভেশন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা :

ইনোভেশন বিষয়ক কর্মশালা

হিসাব ও অর্থ বিভাগ :

আর্থিক ও হিসাব ব্যবস্থাপনায় গৃহীত সংস্কার কাযর্ক্রম আর্থিক লেনদেন, ক্রয়ব্যবস্থাপনা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য নিম্নোক্ত কাযর্ক্রম গৃহীত হয়েছে-

- পূর্ববর্তী অর্থবছরের হিসাব সংকলন পরবর্তী অর্থবছরের ১৫ জুলাইয়ের মধ্যে সম্পন্ন করা হচ্ছে।
- কেবলমাত্র হিসাবের খাতে চেক এর মাধ্যমে সকল লেনদেন সম্পাদন করা হচ্ছে।

২০২০-২০২১ অর্থবছরের আয় ও ব্যয় বিবরণী (অনিরীক্ষিত) :

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	বিবরণ	হেসিয়ান	সেকিং	সিবিসি	ইয়ার্ণ	অন্যান্য	মোট
	আয়সমূহঃ						
১	স্থানীয় বিক্রয়	১৮৫৮.১১	৪০৩৪.৪২	২৮০২.৬৯	১৯০.৬৯	৮৩৬.১২	৯৭২২.০৩
২	বৈদেশিক বিক্রয়	১৯২.৭১	২৬৫৬০.৮৭	৩৯৪৭.৫৭	৯৪.২১	২২১.৭২	৩১০১৭.০৮
৩	সাবসিডি	২৩.১৩	৩১৯৯.৪৩	৪৭৩.৭০	৮.৩৯	৪৪.৩২	৩৭৪৮.৯৭
৪	অ-পরিচালন আয়	৫১.১৩	১৩৩.৬৮	৬১.১৯	৮৭.১১	৬.৫৩	৩৩৯.৬৪
৫	**মোট আয়**	**২১২৫.০৮**	**৩৩৯২৮.৪০**	**৭২৮৫.১৫**	**৩৮০.৪০**	**১১০৮.৬৯**	**৪৪৮২৭.৭২**
	ব্যয়সমূহঃ						
৬	কাঁচা পাটের ব্যবহার	-		-	-	-	-
৭	অন্যান্য প্রত্যক্ষ কাঁচামাল	-		-	-	-	০.৭৮
৮	মজুরী	-		-	-	-	৬৪০৪.৬১
৯	বেতন	-		-	-	-	১৪১৭৬.৯৮
১০	বিদ্যুৎ	-		-	-	-	৯৩১.৯১
১১	জ্বালানী	-		-	-	-	৭৬.৩২
১২	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষন	-		-	-	-	১৬৫.৮৪
১৩	অবচয়	-		-	-	-	৫৯৮.১৮
১৪	বীমা	-		-	-	-	২১৭.৬৪
১৫	অন্যান্য কারখানা উপরিব্যয়	-		-	-	-	৩১৯.০১
১৬	প্রক্রিয়াধীন পণ্যের সমন্বয়	-		-	-	-	৬৪৩২.৬৫
১৭	মজুদ পণ্যের সমন্বয়	-		-	-	-	৪২৫৬০.৭৬
১৮	প্রশাসনিক ব্যয়	-		-	-	-	২০২৮.৩২
১৯	বিক্রয় ব্যয়	-		-	-	-	১০৬৯.৮৬
২০	সুদ ব্যয়	-		-	-	-	৭১৩৮.০০
২১	**মোট ব্যয় (৬...+ ২০)**	-		-	-	-	৮২১২০.৮৬
২২	**নিট লাভ/(ক্ষতি) (৫-২১)**	-		-	-	-	**(৩৭২৯৩.১৪)**

সম্পদের বিবরণ (২০১৯-২০) : (বিজেএমসির আওতাধীন মিলসমূহের) **লক্ষ টাকা**

বিবরণ	ঢাকা অঞ্চল	চট্টগ্রাম অঞ্চল	খুলনা অঞ্চল	নন-জুট	মোট
সম্পত্তি ও পরিসম্পদঃ					
স্থায়ী সম্পদের মূল্য	৫০৯৩৭৮.৪৩	৪৩৩৯৭৭.৭৯	৪৬৭০১১.৭০	২০৬৮৯.১২	১৪৩১০৫৭.০৫
বাদঃ পুঞ্জীভূত অবচয়	১৩৯০১.৭৭	১২৬০৩.৫৪	১৬৬৯৮.২৪	৩২৮.৪০	৪৩৫৩১.৯৫
***নিট স্থায়ী সম্পদ**	৪৯৫৪৭৬.৬৬	৪২১৩৭৪.২৫	৪৫০৩১৩.৪৬	২০৩৬০.৭৩	১৩৮৭৫২৫.১০
বিনিয়োগ	৮০৫.৭৯	৩১.৪১	৫৩.৩৬	০.০০	৮৯০.৫৬
চলতি সম্পদঃ					
স্টক এন্ড স্টোর	১৮৫১৯.৫২	১৫৬৩২.৮০	২৭৮৫০.৩৭	১৬৯৪.৯৫	৬৩৬৯৭.৬৪
দেনাদার	২৯৯৮৭.৭৯	১৬৩২০.২১	১৩২১১.৩৬	৯১৩.০৮	৬০৪৩২.৪৪
মিলসমূহের পাওনা	২৬১৬.০৬	৪৫১০.২৭	৩৪০৪.৭২	৮৪.৫৫	১০৬১৫.৬০
অগ্রিম,জমা ও প্রদান	৫০৮৪.২৬	১২০০.১১	২১২৬.১৬	১০১.৯২	৮৫১২.৪৫
প্রাপ্য ইনটেরিম রেভিনিউ	৯১০.৫৩	৩৮২.৯৮	১৫১৮.৫৪	০.০০	২৮১২.০৫
বিজেএমসি চলতি হিসাব	৫৮২০১.১৭	৮৮৩৪.৪৬	০.০০	০.০০	৬৭০৩৫.৬৩
নগদ এবং ব্যাংকে জমা	১৫৭৯.২৮	১২২১.৫৫	১০১৮.৭৬	৮৪.৯৭	৩৯০৪.৫৬
মোট চলতি হিসাব	১১৬৮৯৮.৬১	৪৮১০২.৩৮	৪৯১২৯.৯১	২৮৭৯.৪৭	২১৭০১০.৩৭
লাভ/(ক্ষতি) হিসাব	৩৫৯১৭৬.৯৩	২৬০৭৮৬.৪৫	৬৮৫৩০৪.৪৬	৬৩৬৩.০৫	১৩১১৬৩০.৮৯
মোট সম্পদ	**৯৭২৩৫৭.৯৯**	**৭৩০২৯৪.৪৯**	**১১৮৪৮০১.১৯**	**২৯৬০৩.২৫**	**২৯১৭০৫৬.৯২**

স্থায়ী সম্পদ: ভূমি, ভূমিউন্নয়ন, দালান কোঠা ও অন্যান্য, স্থাপনা ও যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র ও সরঞ্জামাদি, পরিবহণ ও মোটরযান, অন্যান্য সম্পদ। উল্লেখ্য, যে বিজেএমসি'র পরিচালনা পর্ষদের ২৮/০৩/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত পর্ষদ সভার সিদ্ধান্ত নং-৩৬৫.১৩/১৫-১৬ এর আলোকে ইতঃপূর্বে ভ্যালুয়ার প্রতিষ্ঠান নিয়োগ পূর্বক; মিলের স্থায়ী সম্পত্তির পুনঃমূল্যায়ন করার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিলো। সে আলোকে মিলগুলি ভ্যালুয়ার প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করতঃ স্থায়ী সম্পত্তির পুনঃমূল্যায়ন করেছে। সকল মিলের পুনঃমূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রকল্প হিসাব বিভাগ হতে একীভূত করে একটি সমন্বিত প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। সমন্বিত প্রতিবেদনের আলোকে তথ্য উপাত্তে স্থায়ী সম্পদের পুনঃমূল্যায়নকৃত টাকার অংক উল্লেখ করা হলো।

মিলসমূহের মূলধন ও দায়দেনার বিবরণী (২০১৯-২০) (বিজেএমসি'র আওতাধীন মিলসমূহের) **লক্ষ টাকায়**

বিবরণ	ঢাকা অঞ্চল	চট্টগ্রাম অঞ্চল	খুলনা অঞ্চল	নন-জুট	মোট
মূলধন ও দায়সমূহ					
অনুমোদিত মূলধন	২৮৭৫.০০	৩০১৫.০০	৩৯৫০.০০	১৭০.০০	১০০১০.০০
পরিশোধিত মূলধন	১০৪০.৩২	৮৬৮.৪৩	১২৩২.৯০	৭৭.৮৩	৩২১৯.৪৮
সরকারি ইকুইটি কনট্রিবিউশন	৪২০৫.০১	৮১২১.৪৩	১২৮২১.৮৫	৪৩৫.৪০	২৫৫৮৩.৬৯
সঞ্চিতি	৪৮১৩২৭.৮৬	৪১৭০৭৮.২৬	৪৪২৮৮১.২৭	১৯৪৯৫.৬২	১৩৬০৭৮৩.০১
বিজেএমসি চলতি হিসাব	৪৫৩৭৬.০২	২৭৯৭১.৫৮	৩৩৬০৪.৫৭	১৭৬১.১৮	১০৮৭১৩.৩৫
দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ	২৯৯০৩০.৯৮	১৮৮৪৩৪.৬৬	৪৫২১৬৮.৫৪	৪৩৯৯.৬৮	৯৪৪০৩৩.৮৬
গ্র্যাচুইটি দেনা (প্রভিশন)	২১২১২.৪৮	২৮৩১৩.৯০	৭৯০৯৯.২৭	২২১৯.২৩	১৩০৮৪৪.৮৮
চলতি দেনা					
ব্যাংক জমাতিরিক্ত ঋণ	৪৫১২.৮৮	৭০২.৩৯	৩৭৫৩৭.৯৬	০.০০	৪২৭৫৩.২৩
পণ্যের বিপরীতে দেনা	১৪২৬৬.৮৭	৬৫৩৮.২৬	১১৬২৩.৩০	১৬৫.৪২	৩২৫৯৩.৮৫
খরচের বিপরীতে দেনা	৬৭৫৯.০২	২১৫২৫.০০	২৯৩৬০.৭১	২২৩.৬৩	৫৭৮৬৮.৩৬
অন্যান্য অর্থায়নের বিপরীতে দেনা	৩২৯৯৯.৬২	১৪৫৪৯.৪৬	৩১৭২১.৮৪	৫২৫.৮৯	৭৯৭৯৬.৮১
আন্তঃ মিলের নিকট দেনা	২০৩৫.৭৯	২৬৬১.৩৫	২৫০৫.৩৯	১২০.০৬	৭৩২২.৫৯
গ্র্যাচুইটি দেনা (চলতি)	৫৯৫৯১.১৪	১৩৫২৯.৭৭	৫০২৪৩.৫৯	১৭৯.৩১	১২৩৫৪৩.৮১
মোট চলতি দেনা	১২০১৬৫.৩২	৫৯৫০৬.২৩	১৬২৯৯২.৭৯	১২১৪.৩১	৩৪৩৮৭৮.৬৫
মোট মূলধন ও দায়সমূহ	**৯৭২৩৫৭.৯৯**	**৭৩০২৯৪.৪৯**	**১১৮৪৮০১.১৯**	**২৯৬০৩.২৫**	**২৯১৭০৫৬.৯২**

বাণিজ্যিক অডিট আপত্তি সংক্রান্ত :

অডিট আপত্তি		ব্রডশিটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৬৮৪৬	১৭৯১১.৩৪	১০৭	২৮০২	৭১৫৯.১৬	৪০৪৪	১০৭৫২.১৮

অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ :

বিজেএমসি ও এর আওতাধীন মিলসমূহের সম্পদের যথোপর্যুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করা হচ্ছে কিনা তা যাচাই বাছাই ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য নিরীক্ষা বিভাগের অধীনে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা অঞ্চলে ৩টি নিরীক্ষা টিম রয়েছে। নিরীক্ষা টিমগুলি কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত সিডিউল অনুযায়ী বিজেএমসি ও সরকারের প্রণীত নীতিমালা ও সার্কুলারের আলোকে মিলসমূহের (ক) বাস্তব প্রতিপাদন (খ) অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়। নিম্নে নিরীক্ষা কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো।

ক) বাৎসরিক বাস্তব প্রতিপাদন : সংস্থা কর্তৃক প্রণীত নীতিমালা, সার্কুলার এবং সরকারি নীতিমালা ও সার্কুলারের আলোকে নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। বৎসর শেষে মিলের মজুদ পাট, পাটজাত দ্রব্য, ভান্ডার সামগ্রী ও প্রক্রিয়াজাত মালামালের কোন ঘাটতি/বাড়তি আছে কিনা তা উৎঘাটন পূর্বক এর প্রকৃত পরিমাণ নির্ধারণের জন্য নিরীক্ষা দলের তত্ত্বাবধানে ও সংশ্লিষ্ট মিলের প্রতিনিধিসহ বাস্তব প্রতিপাদন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। বাস্তব প্রতিপাদন প্রতিবেদন মিল/ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগে প্রেরণ করা হয়। প্রতি বৎসর ১ মে হতে ৩১ আগস্ট এর মধ্যে চলতি বৎসরের বাস্তব প্রতিপাদন সম্পন্ন করা হয়।

খ) বাৎসরিক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা : মিলসমুহের যাবতীয় কার্যক্রম সুষ্ঠু ও সুচারুভাবে সংস্থা কর্তৃক প্রণীত নিয়মনীতি/সার্কুলার এবং সরকারি নীতিমালা ও সার্কুলার অনুসরণপূর্বক সম্পাদিত হচ্ছে কিনা এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশচত করার জন্য অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অংশ হিসেবে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা দল কর্তৃক নিরীক্ষা পরিচালনা করেন। নিরীক্ষাকালীন ১ (এক) বৎসর সময়ের নমুনা ক্যাশ/চেকের মাধ্যমে গ্রহণ ও প্রদান, অগ্রিম ও পূর্ব পরিশোধ, বাজেট ও বাজেটারি নিয়ন্ত্রণ, মূলধনী বাজেটের আওতায় সিভিল ওয়ার্কস ও অন্যান্য কাজের ভাউচার, বেতন, মজুরী, নিয়োগ, পদোন্নতি ও বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধি ইত্যাদি যাচাই-বাছাই করে। তাছাড়াও পাটক্রয় পরিকল্পনা, ক্রয়, মিলে ব্যবহার, পাট যাচাই-বাধাই ও পরিবহন সংক্রান্ত বিল ভাউচার, ভান্ডার মালামাল ক্রয়/আমদানি/ব্যবহার, সি এন্ড এফ বিল পরিশোধ ও ট্যক্সেস সংক্রান্ত নথিপত্র ও বিল ভাউচার, উৎপাদন দক্ষতা, বিক্রয়/রপ্তানি, ইন্সুরেন্স ক্লেইম, ক্ষতি, ড্যামেজ ইত্যাদি। ক্যাশ বহি, ব্যাংক বহি, ব্যাংক স্টেটমেন্ট এবং ব্যাংক ও ক্যাশ ব্যালেন্স মিলিকরণ, সাধারণ খতিয়ান, সাবসিডিয়ারি খতিয়ান ও সাব সাবসিডিয়ারি খতিয়ান পরীক্ষা নিরীক্ষা করে কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিবেদন পেশ করে থাকে। প্রতি বছর সেপ্টেম্বর হতে পরবর্তী এপ্রিল পর্যন্ত প্রায় ৮ (আট) মাস সময়ের মধ্যে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা সম্পন্ন করে থাকে। বাস্তব প্রতিপাদন ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা সম্পন্ন করার পর আপত্তি সংক্রান্ত একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষা টিমের প্রধান কর্তৃক মিলের প্রকল্প প্রধান ও মহাব্যবস্থাপক(নিরীক্ষা) বরাবর প্রেরণ করেন। নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক প্রতিবেদনটি যাচাই-বাছাইপূর্বক জবাবের জন্য মিলের নিকট প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে যৌথসভার সিদ্ধান্তের আলোকে কর্তৃপক্ষের অনুমোদন পরবর্তী নিরীক্ষা বিভাগ থেকে আপত্তিভিত্তিক সিদ্ধান্ত জারিপত্র আকারে সংশ্লিষ্ট মিলকে অবহিত করা হয়। মিল ব্যবস্থাপনা জারিপত্রের সিদ্ধান্তের আলোকে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। বাস্তব প্রতিপাদন ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষায় উত্থাপিত ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জীভূত মিমাংসিত ও অমিমাংসিত আপত্তি সংখ্যার ছকের নিম্নে উপস্থাপন কর হলো:

বিবরণ	৩০ শে জুন ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জীভুত আপত্তির সংখ্যা	১ লা জুলাই ২০১৯ হতে ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত সময়ে উত্থাপিত আপত্তির সংখ্যা	৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জীভূত মিমাংসিত আপত্তি সংখ্যা	৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জীভূত অমিমাংসিত আপত্তি সংখ্যা
অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা	২৫৬৯১	২১০	২২০৬২	২৮৩৯
বাস্তব প্রতিপাদন	১০৯৯১	১০৪	১০৬৬৩	১৪৩২
মোট	**৩৬৬৮২**	**৩১৪**	**৩২৭২৫**	**৪২৭১**

নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক ২০২০-২০২১ অর্থবছরে নিম্নোক্ত কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়েছে :

- **অডিট ফার্ম নিয়োগ :** নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক বিজেএমসি প্রধান কার্যালয়ের বার্ষিক চূড়ান্ত হিসাব নিরীক্ষার জন্য বহিঃ নিরীক্ষক নিয়োগ করা হয়।
- **অবসর প্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিরীক্ষা ছাড়পত্র প্রদান :** ২০২০-২০২১ অর্থবছরে নিরীক্ষা বিভাগ থেকে বিজেএমসি ও মিলের অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীর চূড়ান্ত নিরীক্ষা ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে।
- **১৯৭১-৭২ হতে ৩০-০৬-২০২০ পর্যন্ত উত্থাপিত আপত্তির সংখ্যা :** তিনটি অঞ্চলের মিলসমূহে অভ্যন্তরীণ ও বাস্তব প্রতিপাদন এবং বাণিজ্যিক নিরীক্ষা উত্থাপিত মোট আপত্তি, নিষ্পন্ন ও অনিষ্পন্ন আপত্তিসমূহ একটি ছক আকারে বর্তমান মহাব্যবস্থাপক (নিরীক্ষা) কর্তৃক সামারি আকারে প্রস্তুত করা হয়েছে।
- **অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা আপত্তিসমূহ ০২ পর্বে বিভক্ত করে যৌথসভা কার্যক্রম :** মিলসমূহের অনিষ্পন্ন আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির কার্যক্রম ০২(দুই) পর্বে বিভক্ত করা হয়েছে। যথাক্রমে ১ম পর্ব ২০১০-২০১১ হতে ২০১৯-২০২০ সাল পর্যন্ত এবং ২য় পর্বে ১৯৭১-১৯৭২ থেকে ২০০৯-২০১০ পর্যন্ত। ১ম পর্ব ২০১০-২০১১ হতে ২০১৯-২০২০ সাল পর্যন্ত ও ২য় পর্বে ১৯৭১-১৯৭২ থেকে ২০০৯-২০১০ পর্যন্ত অনিষ্পন্ন আপত্তিসমূহের যৌথ সভার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

এমআইএস ও আইটি বিভাগ :

এমআইএস বিভাগের মাধ্যমে বিজেএমসি'র বিভিন্ন দপ্তর ও মিল হতে সংগৃহিত তথ্যাদি পর্যালোচনা/বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা/উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক চাহিত তথ্য প্রস্তুতকল্পে এমআইএস বিভাগের চলমান কর্মকান্ড নিম্নরূপ :

এমআইএস বিষয়ক কার্যাবলী :

- বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের জন্য মাসিক ও বার্ষিক কর্মকান্ডের প্রতিবেদন (ছক মোতাবেক) যেমন : মানব সম্পদ, নিয়োগ ও পদোন্নতি, অডিট আপত্তি, বিভাগীয় মামলা, মামলা সংক্রান্ত মানব সম্পদ উন্নয়ন, সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত তথ্য, সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী/আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন/সমস্যা-সংকট, লাভ/লোকসান সংক্রান্ত তথ্যাদি।
- বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাসিক পর্যালোচনা সভার জন্য কার্যসম্পাদন বিবরণী (ছক মোতাবেক) যেমন : উৎপাদন পরিমাণ (মে. টন), উৎপাদন ব্যয়, রপ্তানির পরিমাণ ও মূল্য, অভ্যন্তরীণ বিক্রয় ও মূল্য, মজুত (পাটপণ্য), মানব সম্পদ বিবরণী।
- মিল হতে সংগৃহীত তথ্য মোতাবেক বিজেএমসি'র মাসিক দেশভিত্তিক রপ্তানি পরিসংখ্যান।
- পরিসংখ্যান ব্যুরোর চাহিত মাসিক তথ্যাদি প্রেরণ।
- প্রতিমাসে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা ও কর্তৃপক্ষের চাহিদা মোতাবেক বহুবিধ প্রতিবেদন/পরিসংখ্যান প্রস্তুতকরণ ও প্রেরণ।
- অর্থ মন্ত্রণালয়ে চাহিদা মোতাবেক অর্থনৈতিক সমীক্ষা (ইংরেজী ও বাংলায়) তথ্যাদি প্রেরণ।
- বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনের জন্য (পুস্তিকা আকারে) বিজেএমসি'র তথ্যাদি প্রেরণ যেমন : পটভূমি, বিজেএমসি'র মিশন ও ভিশন, এন্টারপ্রাইজ বোর্ড, আঞ্চলিক দপ্তর, বিজেএমসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন মিলসমূহের সংখ্যা, উৎপাদিত পণ্যসমূহের বাজারের অবস্থা, মানব সম্পদ উন্নয়ন, পাটক্রয়, উৎপাদন, রপ্তানি, স্থানীয় বিক্রয়, জনবল, নিরীক্ষা আপত্তি ও নিষ্পত্তির বিবরণ, মাননিয়ন্ত্রণ, জনসংযোগ, বিভাগীয় মামলা, লাভ/লোকসান । ডিজিটাল বাংলাদেশ অর্জনের জন্য গৃহিত কার্যক্রম।

আইটি বিষয়ক কার্যাবলী :

- ১৭০টি কম্পিউটার ও প্রায় ১৬০টি প্রিন্টার রক্ষণাবেক্ষন (সফটওয়্যার এবং হার্ডওয়্যারবেজড);
- নেটওয়ার্কিং এর রক্ষণাবেক্ষণ;
- ওয়েবসাইট নিয়মিতভাবে হালনাগাদকরণ;
- বিজেএমসি'র ফেসবুক নিয়মিতভাবে হালনাগাদকরণ;
- বিজেএমসি'র আইটি বিষয়ক সরঞ্জাম ক্রয়ের টেকনিক্যাল সাপোর্ট।

পাওনাদি পরিশোধ :

সরকারি সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে বিজেএমসি'র নিয়ন্ত্রনাধীন ২৫টি পাটকলের শ্রমিকদের চাকুরি গোল্ডেন হ্যান্ডশেক সুবিধার আওতায় অবসানসহ মিলের উৎপাদন কার্যক্রম ০১/০৭/২০২০ খ্রিঃ তারিখ থেকে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ ঘোষণা করা হয়। অবসানকৃত শ্রমিকদের সকল পাওনা বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর সংশ্লিষ্ট ধারার বিধান মতে পরিশোধের নিমিত্তে শ্রমিকদের পাওনা ২.০০ (দুই) লক্ষ টাকা পর্যন্ত নগদে এবং ২.০০ (দুই) লক্ষের উর্দ্ধে পাওনার ক্ষেত্রে ৫০% নগদে এবং বাকি ৫০% তিন মাস অন্তর মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয়পত্র আকারে দেয়া হবে মর্মে মাননীয় শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এমপি এর উপস্থিতিতে মাননীয় বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী জনাব গোলাম দস্তগীর গাজী, বীরপ্রতিক, এমপি গত ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে ঘোষণা দেন। ঐ দিন তিনি ঢাকার ডেমরাস্থ করিম জুট মিলের শ্রমিকদের পাওনার অর্ধেক স্ব-স্ব ব্যাংক একাউন্টে নগদে ও বাকী অর্ধেক সঞ্চয়পত্র আকারে হস্তান্তরের মাধ্যমে শ্রমিকদের চূড়ান্ত পাওনা পরিশোধের কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে শুভ উদ্বোধন করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব লোকমান হোসেন মিয়া, মাননীয় সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়।

সঞ্চয়পত্র হস্তান্তর করেন মাননীয় বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী জনাব গোলাম দস্তগীর গাজী, বীরপ্রতিক, এমপি	সঞ্চয়পত্র হস্তান্তর করেন মাননীয় শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এমপি

বিজেএমসি'র নিয়ন্ত্রনাধীন ২৫টি পাটকলের শ্রমিকদের মধ্যে দৈনিকভিত্তিতে পরিচালিত ৪টি মিলের শ্রমিকদের যাবতীয় পাওনা আগস্ট ২০২০ এর মধ্যে বিজেএমসি'র নিজস্ব অর্থায়নে পরিশোধ করা হয়েছে। অবশিষ্ট ২১টি মিলের অবসানকৃত ও অবসরপ্রাপ্ত মোট ৩৪৭৫৭ জন শ্রমিকের মধ্যে ৩২৮৯৫ জন শ্রমিকের ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে মোট পাওনার ৫০% বাবদ ১৭১২.১২ কোটি টাকা নগদে পরিশোধ করা হয়, যার শতকরা হার ৯৬.৭৬%। অবশিষ্ট ৫০% অর্থ সামাজিক সুরক্ষার আওতায় ব্যাংকের মাধ্যমে ৩ মাস অন্তর মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয়পত্র আকারে সোনালী ব্যাংকের মাধ্যমে ইস্যুর কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে ২২০২১ জন শ্রমিককে ১২২৮.৯১ কোটি টাকার সঞ্চয়পত্র ইস্যু করা হয়েছে, যার শতকরা হার ৭০.১২%। ২১৫৫২ জন বদলি শ্রমিকের পাওনা বাবদ অর্থ মন্ত্রণালয় হতে ২১২.০৮ কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া গেছে এবং ২০১৯৪ জন শ্রমিককের পাওনা বাবদ ১৯৭.৫৪ কোটি টাকা পরিশোধ করা হয়েছে, যার শতকরা হার ৯৩.৯৪%।

এপিএ স্বাক্ষর অনুষ্ঠান (২০২০-২১) :

২২ জুলাই ২০২০ তারিখে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সাথে বিজেএমসি'র চেয়ারম্যান মহোদয় চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

বিজেএমসি'র ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির মূল্যায়ন :

বিজেএমসি'র ২০২০-২১ অর্থবছরের কর্মসম্পাদন চুক্তির বার্ষিক মূল্যায়ন শীর্ষক কর্মশালা ১৯ আগস্ট ২০২১ সকাল ১১:০০ ঘটিকায় বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। পরিচালক (গমানি) ও টিম লিডার, উপ-মহাব্যবস্থাপক (প্রশিক্ষণ) ও ফোকাল পয়েন্ট উক্ত কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন। ১ জুলাই ২০২০ হতে ৩০ জুন ২০২১ সময়কালের জন্য সম্পাদিত 'বার্ষিক র্কমসম্পাদন চুক্তি ২০২০-২১'এর বার্ষিক মূল্যায়ন সম্পন্ন হয়েছে। বিজেএমসি কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে ৭৫.০০ এবং আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দশ্যেসমূহের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে ২৩.৪০ নম্বর প্রাপ্ত হয়েছে। বিজেএমসি'র (স্বমূল্যায়নে) মোট প্রাপ্ত নম্বর ৯৮.৪০। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ৭টি দপ্তর সংস্থার মধ্যে বিজেএমসি ৩য় স্থান অর্জন করে।

এপিএ প্রনোদনা/পুরস্কার প্রদান :

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রদত্ত আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দশ্যের ২.৫.১ সূচকের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বিজেএমসি'র ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন কাজের অংশ হিসেবে এপিএ প্রনোদনা/পুরস্কার (২০২০-২০২১) ঘোষণা করা হয়। সে লক্ষ্যে ২৯/০৮/২০২১ তারিখে বিজেএমসি'র বোর্ড সভাকক্ষে এপিএ প্রনোদনা/পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান বিজেএমসি'র চেয়ারম্যান মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।

বিজেএমসি'র ২০২০-২১ অর্থবছরের এপিএ বাস্তায়নে সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহের সাথে নিবিড় যোগাযোগ রাখা এবং APAMS Software-এর সময়ানুবর্তী কার্যক্রম সরাসরি করার জন্য জনাব আরজিনা জান্নাত, উপ-মহাব্যবস্থাপক (প্রশিক্ষণ) ও এপিএ টিমের ফোকাল পয়েন্টকে এপিএ প্রনোদনা/পুরস্কারে মনোনীত করা হয়।

বিজেএমসি'র চেয়ারম্যান মহোদয়ের নিকট হতে এপিএ প্রনোদনা/পুরস্কার গ্রহণ।

উন্নয়ন প্রকল্প :

(ক) এডিপিভুক্ত প্রকল্প:

১। শেখ হাসিনা স্পেশালাইজড জুট টেক্সটাইল মিল প্রকল্প (মাদার গঞ্জ, জামালপুর)।

(খ) এডিপি বর্হিভূত প্রকল্প:

১। পাট পাতা থেকে জৈব পানীয় তৈরীর পিরীক্ষামূলক প্রকল্প (পাইলট);
২। শেখ হাসিনা সোনালি আঁশ ভবন নির্মাণ প্রকল্প;
৩। করিম জুট মিলস্ লিঃ এ বহুমুখী ইউনিটের উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন প্রকল্প।
৪। পাট হতে ভিসকস উৎপাদন প্লান্ট স্থাপন প্রকল্প;
৫। বিজেএমসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন ২২টি মিল বিএমআরইকরণ প্রকল্প;

বিঃদ্রঃ সরকারি আদেশে বিজেএমসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন ২৫টি মিলের শ্রমিকদের চাকুরি গোল্ডেন হ্যান্ডশেক সুবিধার আওতায় অবসানসহ উৎপাদন কার্যক্রম ০১/০৭/২০২০ খ্রিঃ তারিখ থেকে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ ঘোষণা করা হয়। বন্ধ পরবর্তী সরকারি সিদ্ধান্তে উপরোক্ত প্রকল্প গুলোর কার্যক্রম বন্ধ করা হয়।

৬। **বিজেএমসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন চট্রগ্রামস্থ নো-ভিউ গেস্ট হাউজের জমিতে মার্কেট, আবাসিক প্লট ও রিসোর্ট নির্মাণ প্রকল্প :** বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিজেএমসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন চট্রগ্রামস্থ নো-ভিউ গেষ্ট হাউজ শীর্ষক পিপিপি প্রকল্পের PPP Contract প্রক্রিয়া বাতিল করার জন্য গত ১৫-০৩-২০২১ খ্রিঃ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পিপিপি কর্তৃপক্ষ বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

৭। **বিজেএমসি'র আধুনিক প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও ফ্যাশন ডিজাইন কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প :** বিজেএমসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন ঢাকার ডেমরাস্থ করিম জুট মিলে বিজেএমসি আধুনিক প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও ফ্যাশন ডিজাইন কেন্দ্র নির্মাণে সর্বমোট ৭৫০.৪১১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়ন করা হয়। প্রকল্পটির বাস্তবায়ন গত ২১/১২/২০১৭ তারিখে শুরু হয়ে গত ২০/০৯/২০২০ তারিখে সম্পূর্ণ (১০০%) কাজ শেষ হয়।

৮। **পাট হতে সোনালি ব্যাগ উৎপাদন (পাইলট) প্রকল্প :**

বিজেএমসি'র বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা ড. মোবারক আহমদ খান কর্তৃক ২০১৭ সালে পাটের সেলুলোজ থেকে পচনযোগ্য (Biodegradable) ব্যাগ তৈরীর বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে ও তার উপকারিতা উপলব্ধি করে উক্ত ব্যাগ তৈরী ও বাজারজাতকরণের স্বার্থে সোনালী ব্যাগ নামে ১০৩৬.৮৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি পাইলট প্রকল্প গ্রহণ করা হয় এবং মাননীয় মন্ত্রী, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১২/০৫/২০১৭ সালে লতিফ বাওয়ানী জুট মিলস লিঃ উদ্বোধনের মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু হয়। বর্তমানে প্রতিদিন এক শিফটে ম্যানুয়ালি সোনালি ব্যাগ উৎপাদনের কার্যক্রম চালু রয়েছে। অটোম্যাটিক ব্যাগ বানানোর মেশিন সরবরাহের প্রচেষ্টা চলছে। অটোম্যাটিক মেশিন সরবরাহের পর দৈনিক ১ লক্ষ পিস সোনালি ব্যাগ উৎপাদন করা যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে। সোনালী ব্যাগ দ্রুত বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে স্বল্প মেয়াদের প্রকল্প পরিকল্পনা শেষ হলে মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদি প্রকল্প পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে। পরিবেশবান্ধব সোনালি ব্যাগের অধিকতর গবেষণার জন্য পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৯৯৬.৮৯ (নয়শত ছিয়ানব্বই দশমিক আট নয়) লক্ষ টাকার সরকারি অনুমোদন পাওয়া গেলেও খরচ করার অনুমতি মেলেনি।। উল্লেখ্য, এ পর্যন্ত পৃথিবীর প্রায় ১৩৪ টা দেশ পলিব্যাগ নিষিদ্ধ ঘোষনা করেছে। শুধুমাত্র সঠিক বিকল্প না থাকায় নিষিদ্ধ পলিথিনের ব্যবহার বন্ধ হচ্ছেনা। এজন্য পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই সোনালি ব্যাগের চাহিদা রয়েছে। সোনালি ব্যাগই একমাত্র ক্ষতিকর পলিথিনের বিকল্প হতে পারে বলে আশা করা যায়। প্রকল্পটির মেয়াদ ডিসেম্বর'২০২২ পর্যন্ত আরো ১ (এক) বছর বৃদ্ধি করা হয়েছে।

সোনালি ব্যাগ

কোভিড-১৯ মোকাবেলায় গৃহীত কার্যক্রম :

- বিজেএমসি'র প্রধান কার্যালয় এবং মিলের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে মাস্ক পরার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে;
- বিজেএমসির প্রধান কার্যালয় এবং মিলসমূহে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা ও খুব প্রয়োজন ছাড়া অন্য কোন অফিস কক্ষে না যাওয়া এবং দাপ্তরিক কাজে যোগাযোগ করার জন্য টেলিফোন, এসএমএস বা ই-মেইলের সর্বোচ্চ ব্যবহার করা;
- বিজেএমসি'র প্রধান কার্যালয় এবং মিলের অফিস প্রাঙ্গন, আসবাবপত্র ও কর্মকর্তা/কর্মচারীদের যাতায়াতের জন্য নির্ধারিত যানবাহন প্রতিদিন দুইবার জীবানুনাশক তরল দিয়ে পরিষ্কার করা;
- বিজেএমসি'র প্রধান কার্যালয় এবং মিলের টয়লেট ও অফিসসমূহে হ্যান্ডওয়াশের ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং ঘন ঘন প্রতিবার কমপক্ষে ২০ সেকেন্ড ধরে হাত ধোয়ার পরামর্শ প্রদান করা;
- বিজেএমসি'র প্রধান কার্যালয় এবং মিলের প্রবেশ পথে আগত সকলের ইনফ্রারেড থার্মোমিটার দিয়ে শরীরের তাপমাত্রা পরিমাপ করা এবং জীবানুনাশক তরল দিয়ে হাত পরিষ্কার করা;
- সচেতনার অংশ হিসেবে বিজেএমসি এবং মিল গেইটের প্রবেশদ্বারে সকলের পা ধৌতকরণের জন্য জীবানুনাশক ব্যবহার করা;
- সচেতনার অংশ হিসেবে বিজেএমসি এবং মিলের চিকিৎসা বিভাগে কর্মরত চিকিৎসক ও অন্যান্য কর্মচারীদের মধ্যে পিপিই প্রদান করা;
- সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে কাজ করা;
- বিজেএমসি এবং মিলের ভিতরে নিয়মিত জীবানুনাশক স্প্রে করা;
- সরকার নির্দেশিত স্বাস্থ্য গাইডলাইন অনুসরণ করার জন্য মিলের মসজিদের মাইকে নিয়মিত অনুরোধ করা;
- এ প্রতিষ্ঠান হতে সেবা প্রত্যাশী ব্যক্তিকে মুখে মাস্ক ছাড়া সেবা প্রদান না করা;
- প্রতিটি বিভাগে হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করা;
- সরকার ঘোষিত "নো মাস্ক নো সার্ভিস" নির্দেশনা যথাযথভাবে পালন করা।

শুদ্ধাচার চর্চা :

বিজেএমসি'র সর্বস্তরের কর্মচারীগণ শুদ্ধাচার চর্চার আচরণগত উৎকর্ষতার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ। চেয়ারম্যানকে আহ্বায়ক করে পরিচালক ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তার সমন্বয়ে বিজেএমসি'র নৈতিকতা কমিটি গঠিত হয়েছে। এ কমিটি শুদ্ধাচার চর্চার বিষয়সমূহ মনিটরিং করছে। বিজেএমসিতে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলচর্চার ফলশ্রুতিতে সর্বস্তরে শৃঙ্খলা ফিরে এসেছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ে বিজেএমসি ২০২০-২১ অর্থবছরে নিম্নরূপ উল্লেখযোগ্য কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেছে:

- নৈতিকতা কমিটি কর্তৃক ৪টি সভার আয়োজন করা হয়েছে।
- নৈতিকতা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত যথাযথ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
- ওয়েবসাইটে শুদ্ধাচার সেবাবক্স হালনাগাদ করা হয়েছে।
- উত্তমচর্চার (Best practices) তালিকা প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণকরাহয়েছে।
- অংশীজনের (Stakeholders) অংশগ্রহণে ৪টি সভা করা হয়েছে।
- কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে চাকরি সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে। ১১৫২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে বর্ণিত বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে সুশাসন সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে। ২৪২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে উক্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- পাটক্রয় নীতিমালা এবং বিজেএমসি'র আইন বিভাগের মামলাসমূহ পরিচালনার নীতিমালা প্রণয়ন করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।
- সেবা সংক্রান্ত টোল ফ্রি নম্বরসমূহ বিজেএমসি ও মিলসমূহের তথ্য বাতায়নে দৃশ্যমান করা হয়েছে।
- স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা হালনাগাদ করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।
- বিজেএমসির ওয়েবসাইটে তথ্য অধিকার সেবাবক্স হালনাগাদ করা হয়েছে।
- বিজেএমসির ওয়েবসাইটে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRS) সেবাবক্স হালনাগাদকরা হয়েছে।
- বাংলাদেশ জাতীয় ডিজিটাল আর্কিটেকচার এর ফোকাল পয়েন্ট ও বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান করে বিজেএমসির ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।
- জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) বিধিমালা ২০১৭ এর বিধি ৪ অনুসারে "ডেজিগনেটেড অফিসার" নিয়োগ প্রদান করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।
- প্রকল্পের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদন করা হয়েছে।
- বিজেএমসি কর্তৃক প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিদর্শন/পরিবীক্ষণ করা হয়েছে।
- প্রকল্প পরিদর্শন/পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
- পিপিএ ২০০৬ এর ধারা ১১(২) ও পিপিআর ২০০৮ এরবিধি ১৬(৬) অনুযায়ী ২০২০-২১ অর্থবছরের ক্রয় পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।
- স্ব স্ব সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চার্টার) বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করা হয়েছে।
- শাখা/অধিশাখা/আওতাধীন/অধস্তন কার্যালয় নিয়মিত পরিদর্শন করা হয়েছে।
- শাখা/অধিশাখা/আওতাধীন/অধস্তন কার্যালয় পরিদর্শন প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
- সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪ অনুযায়ী নথির শ্রেণিবিন্যাস করা হয়েছে এবং অপ্রয়োজনীয় নথি বিনষ্ট করা হয়েছে।
- নিয়মিত প্রাতিষ্ঠানিক ২টি গণশুনানীর আয়োজন করা হয়েছে।
- সময়মতো অফিসে আসা-যাওয়া মনিটরিং করা হয়েছে।
- বিদ্যুৎ, পানি ও টেলিফোন বিল সময়মতো পরিশোধ করা হয়েছে।
- কর্মকর্তা-কর্মচারী বদলিকালে প্রমিত নিয়ম-নীতি অনুসরণ করা হয়েছে।
- দাপ্তরিক কাজে অনলাইন রেসপন্স সিস্টেম (ই-মেইল/এসএমএস)- এর ব্যবহার ১০০% করা হয়েছে।
- দাপ্তরিক কাজে ইউনিকোডের ব্যবহার ১০০% করা হয়েছে।
- শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ছিল ৮ (আট) লক্ষ টাকা, যার মধ্যে ২০২০-২১ অর্থবছরে খরচ হয়েছে ১.৬ লক্ষ টাকা।
- বিজেএমসি কর্তৃক প্রণীত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২১-২২ বিজেএমসির ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।

শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান :

"শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা ২০১৭" এর আলোকে শুদ্ধাচার পুরস্কার (২০২০-২০২১) ঘোষণা করা হয়। সে লক্ষ্যে ২৯/০৮/২০২১ তারিখে বিজেএমসি'র বোর্ড সভাকক্ষে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান বিজেএমসি'র চেয়ারম্যান মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। মনোনিত নিম্মোক্ত ৩ (তিন) জন কর্মকর্তাকে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়।

১। জনাব জনাব মোঃ আব্দুল মালেক, মহাব্যবস্থাপক (হিসাব ও অর্থ), বিজেএমসি, ঢাকা।
২। জনাব মোঃ মতিউর রহমান মন্ডল, প্রকল্প প্রধান, ইউএমসি জুট মিলস্ লিঃ, নরসিংদী।
৩। জনাব মোঃ তরিকুল ইসলাম, গাড়িচালক, বিজেএমসি, ঢাকা।

বিজেএমসি'র চেয়ারম্যান মহোদয়ের নিকট হতে শুদ্ধাচার পুরস্কার গ্রহণ।

বিজেএমসি'র উদ্ভাবনী কর্মকান্ড :

(১) উদ্ভাবনের নাম- **ভেহিক্যাল ডাটা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম**

উদ্ভাবনী কর্মকান্ডের বিবরণী : বিজেএমসি'র প্রধান কার্যালয়ের অধীন ৩৪টি ছোট গাড়ি রয়েছে। প্রাধিকার প্রাপ্ত কর্মকর্তাদের গাড়িসহ সকল গাড়ির মেরামত, টায়ার, ব্যাটারি পরির্বতন করা হয়ে থাকে। এ সকল তথ্য জরুরি ভিত্তিতে গাড়ি মেরামতের সময় প্রয়োজন হয়। এছাড়া কর্মকর্তা-কর্মচারিদের বন্ধের দিনসহ অন্যান্য সময়ে অফিসিয়াল/ব্যক্তিগত কাজে গাড়ি রিকুইজিশন করতে হয়। রিকুইজিশনটি অনুমোদন সাপেক্ষে রিকুইজিশনকারীর অনুকূলে পরিবহন শাখা হতে ব্যবহারের জন্য গাড়ি বরাদ্দ দেয়া হয়। উল্লিখিত বিষয়ে অনলাইন এ্যাপ্লিকেশন সফটওয়ার তৈরি করা হলে কর্তৃপক্ষ একদিকে যেমন গাড়ির তথ্য দ্রুত জানতে পারবে অন্যদিকে গাড়ি রিকুইজিশনকারীর অনুমোদনের প্রক্রিয়ায় সময় ব্যয় হবে না। সফটওয়ারটির মাধ্যমে যার গাড়ি প্রয়োজন হবে সে রিকুইজিশন ফরমটি পূরণ করে সাবমিট করবে এবং অনুমোদনকারী অনুমোদন করলে ফরমটি পরিবহন শাখায় আসবে। পরিবহন শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গাড়ি থাকা সাপেক্ষে গাড়ি বরাদ্দ দিবে। গাড়ি বরাদ্দ হওয়ার সাথে সাথে ড্রাইভার ও রিকুইজিশনকারীর নিকট এসএমএস যাবে।

(২) উদ্ভাবনের নাম- **ই-একাউন্টিং সিস্টেম**

উদ্ভাবনী কর্মকান্ডের বিবরণী : বিজেএমসি'র নিয়ন্ত্রিত ২৫টি মিলের চলতি হিসাব ও প্রধান কার্যালয়ের হিসাব সংক্রান্ত কাজ বিশাল আকারের। উল্লিখিত কাজগুলো বর্তমানে পুরাতন মডিফাইড সফটওয়্যারে এন্ট্রি করা হয়ে থাকে এবং একই সংগে ই-মেইলেও চিঠি আদান-প্রদানের মাধ্যমে করা হয়ে থাকে। এতে তথ্য সংক্রান্ত কার্যক্রমে যেমন ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং সময়ও বেশি লাগে। পুরাতন সফটওয়্যারে নতুন করে কোন মডিফিকেশন করা না যাওয়ায় কর্মকর্তা-কর্মচারিদের বেতন ভাতা, জেনারেল লেজার, ভবিষ্যৎ তহবিল ইত্যাদি সংক্রান্ত কাজের জন্য অতিরিক্ত সময় ব্যয় করতে হয়। ভবিষ্যৎ তহবিলের তথ্যের হিসাব এবং এর লভ্যাংশ বণ্টনেও সমস্যা পরিদৃষ্ট হয়। বিল ভাউচার সংক্রান্ত তথ্য এন্ট্রির জন্য ১টি মাত্র ডেস্কের কাজের উপর নির্ভরশীল থাকতে হয়, গতিশীলতা আসে না। এমতাবস্থায়, একাউন্টিং সফটওয়ার ব্যবহার করা হলে উল্লিখিত সমস্যাগুলো থেকে উত্তরণ সম্ভব হবে। ফলে কম সময়ে তথ্য নির্ভুলভাবে এন্ট্রি দেয়া এবং প্রতিবেদন প্রস্তুত করা সম্ভবপর হবে।

ইনোভেশন পুরস্কার প্রদান :

ইনোভেশন সংক্রান্ত বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখায় ইনোভেশন পুরস্কার (২০২০-২০২১) ঘোষণা করা হয়। সে লক্ষ্যে ২৯/০৮/২০২১ তারিখে বিজেএমসি'র বোর্ড সভাকক্ষে ইনোভেশন পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান বিজেএমসি'র চেয়ারম্যান মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।

ক) বিজেএমসি'র Transport Data Management System Software এর ধারণা উদ্ভাবন ও বাস্তবায়নের জন্য মনোনীত নিম্মোক্ত ৩ (তিন) জন কর্মকর্তাকে ইনোভেশন পুরস্কার প্রদান করা হয়।

১। জনাব এ,এফ,এম এহতেশামূল হক,সচিব, বিজেএমসি, ঢাকা।
২। জনাব এটিম আমিনুল ইসলাম, প্রকৌশলী (যান্ত্রিক), বিজেএমসি, ঢাকা।
৩। জনাব খলিলুর রহমান, সহ-ব্যবস্থাপক (হিসাব), বিজেএমসি, ঢাকা।

বিজেএমসি'র চেয়ারম্যান মহোদয়ের নিকট হতে ইনোভেশন পুরস্কার গ্রহণ।

খ) Automation of BJMC Accounting System Software এর ধারণা উদ্ভাবন ও বাস্তবায়নের জন্য মনোনীত নিম্মোক্ত ৩ (তিন) জন কর্মকর্তাকে ইনোভেশন পুরস্কার প্রদান করা হয়।

১। জনাব মোঃ আব্দুল মালেক, মহাব্যবস্থাপক (হিসাব ওও অর্থ), বিজেএমসি, ঢাকা।
২। জনাব নন্দিতা সরকার, উপ-ব্যবস্থাপক (হিসাব), বিজেএমসি, ঢাকা।
৩। জনাব কাজী মাহতাব উদ্দীন, সহ-ব্যবস্থাপক (পিএফ), বিজেএমসি, ঢাকা।

বিজেএমসি'র চেয়ারম্যান মহোদয়ের নিকট হতে ইনোভেশন পুরস্কার গ্রহণ।

ই-গভর্ন্যান্স বাস্তবায়ন অগ্রগতি :

- বিজেএমসি প্রধান কার্যালয় ও নিয়ন্ত্রণাধীন মিলসমূহের সকল কার্যক্রম কম্পিউটারাইজড করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।
- প্রধান কার্যালয়সহ প্রতিটি মিলকে ইন্টারনেট এর আওতায় আনা হয়েছে। বর্তমানে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি ই-মেইলের মাধ্যমে আদান-প্রদান করা হয়।
- সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে ই-ফাইলিং কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।
- ই-জিপি কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।
- প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতনসহ হিসাব বিভাগের যাবতীয় কাজ সফ্টওয়্যারের মাধ্যমে করা হচ্ছে।
- মিলসমূহে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন, বোনাস, পিএফ, সংক্রান্ত কার্যক্রম সফ্টওয়্যারের মাধ্যমে করা হচ্ছে।
- বিজেএমসি'র প্রধান কার্যালয়ের সকল বিভাগের মধ্যে LAN সংযোগ রয়েছে।
- www.bjmc.gov.bd নামে ওয়েবসাইটটি নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে।
- নিরাপত্তা জোরদার করার স্বার্থে প্রধান কার্যালয় ও মিলসমূহকে CCTV এর আওতায় আনা হয়েছে।
- নিরাপত্তা জোরদার করার স্বার্থে প্রধান কার্যালয়ে Archway Metal Detector Gate স্থাপন করা হয়েছে।
- সংস্থার কার্যক্রমে অধিক স্বচ্ছতা আনয়নে নিয়োগ, টেন্ডার ও অন্যান্য বিজ্ঞপ্তিসমূহ দৈনিক পত্রিকার পাশাপাশি নিয়মিতভাবে বিজেএমসি'র ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হচ্ছে।
- বিজেএমসি'র প্রধান কার্যালয়, আঞ্চলিক অফিস ও মিলসমূহে বায়োমেট্রিক হাজিরা পদ্ধতি চালু করা হয়েছে।
- ই-ছুটি ব্যবস্থাপনা সফ্টওয়্যার চালু করা হয়েছে।
- স্থানীয় ক্রেতা তালিকাভুক্তকরণ সংক্রান্ত সফ্টওয়্যার চালু করা হয়েছে।
- "স্টোর ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট" সফ্টওয়্যার চালু করা হয়েছে।
- বিজেএমসি'র Transport Data Management System Software চালু করা হয়েছে।

এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন অগ্রগতি :

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় ৭টি লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে। লক্ষ্যসমূহ হচ্ছে-৪, ৫, ৬, ৮, ৯, ১২ ও ১৭। সহযোগী/কো-লিড মন্ত্রণালয় হিসেবে এসব লক্ষ্য অর্জনে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সাথে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনে বিজেএমসি কর্তৃক নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে :

- বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নতির কারনে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ এর তালিকা হতে মধ্যম আয়ের দেশ এর কাতারে শামিল হয়েছে। নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ (LDC) হিসাবে পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে যে সকল শুল্কমুক্ত সুবিধা ভোগ করত সে সকল সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবে। এক্ষেত্রে রপ্তানি খাতে বিঘ্নিত না হয় সে কারণে ট্রেডিশনাল পাটপণ্যের পরিবর্তে অধিক পরিমাণ বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদন ও রপ্তানি করতে হবে। কারণ ইউরোপ ও আমেরিকাসহ বিভিন্ন দেশে প্রায় ১২২টি বহুমুখী পাটপণ্যের প্রচুর চাহিদা রয়েছে। এর মাধ্যমে রপ্তানি শুল্ক রহিত করা হলেও পাটপণ্যের রপ্তানি আয় বৃদ্ধি করা সম্ভব। এ কারণে সরকার সাময়িকভাবে উৎপাদান বন্ধ করে এবং লীজ পদ্ধতির মাধ্যমে পাটপণ্য ও বহুমুখী পণ্য উৎপাদন পরিকল্পনা রয়েছে।

- বিজেএমসি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়ে ২০২০-২১ অর্থবছরের জুলাই হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত ১১৫২ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে বিজেএমসি'র নিজস্ব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষকদের দক্ষতা অর্জনে এনএসডিএ এর সাথে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

- বিজেএমসি'র বর্তমান নিয়মনীতি জেন্ডার সমতাভিত্তিক। বেতন ও অনান্য সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে মহিলাদের বিভাজন করা হয় না। মহিলা কর্মকর্তা/কর্মচারীরাও বিজেএমসি'র প্রধান কার্যালয় এবং মিলগুলোতে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে সমান ভূমিকা রাখে। বিজেএমসি'র প্রধান কার্যালয় এবং মিলগুলোতে মহিলা কর্মকর্তা/কর্মচারী কোন ধরণের যৌন হয়রানির শিকার হয়েছে এমন কোন তথ্য নেই। বিজেএমসি'র জেন্ডার রেসপনসিভ ম্যানেজমেন্ট কর্তৃক মহিলা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সুবিধার্থে ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।

- বিজেএমসি'র প্রতিটি ভবনে নিরাপদ ও বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা করা আছে। বিজেএমসি'র মিলসমূহে কোন ডাইং কার্যক্রম না থাকায় অপরিশোধিত পানি নিস্কাশন করা হয় না।

- বিজেএমসি'র প্রধান কার্যালয় এবং সকল মিলে মহিলাদের জন্য আলাদা শৌচাগারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

স্বাক্ষরিত/	স্বাক্ষরিত/
মোহাম্মদ লিয়াকত আলী	গালিব আহমেদ
উপ-ব্যবস্থাপক (এমআইএস)	উপ-মহাব্যবস্থাপক (এমআইএস)
বিজেএমসি, ঢাকা।	বিজেএমসি, ঢাকা।